ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 August 2019 ■ আগরতলা, ২৬ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ৮ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

২৬ আগস্ট মাদার টেরেজার জন্মদিন পালনের উদ্যোগে আগরতলায় নির্মলা শিশুগৃহে। নিজস্ব ছবি।

ত্রিপুরা-সহ চার রাজ্যে একটি করে আসনে উপ-নির্বাচন ২৩ সেপ্টেম্বর, গণনা ২৭শে

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।

নয়াদিল্লী, ২৫ আগস্ট।। দেশের চারটি রাজ্যে উপনির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন আজ ত্রিপুরা, ছত্তিশগড়, কেরালা এবং উত্তরপ্রদেশের একটি করে আসনে উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রধানসচিব সুমিত মুখোপাধ্যায় এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ত্রিপুরার বাধারঘাট তফশিলি জাতি সংরক্ষিত আসন, ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া তফশিলি উপজাতি সংরক্ষিত আসন, কেরালার পালা বিধানসভা আসন এবং উত্তরপ্রদেশের হামিরপুর বিধানসভা আসনে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলাফল ঘোষণা হবে ২৭ সেপ্টেম্বর।

এক প্রেস বিবৃতিতে প্রধানসচিব সুমিত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী ২৮ আগস্ট ওই চারটি আসনে উপ-নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার অন্তিম তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর। ৫ সেপ্টেম্বর মনোনয়নপত্র স্ক্রুটিনি করা হবে এবং সেগুলি (মনোনয়নপত্র) প্রত্যাহারের অন্তিম তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর। তিনি আরও জানিয়েছেন, আজ থেকেই উপ-নির্বাচনি ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট জেলায় আদর্শ আচরণবিধি লাগু হবে।

ত্রিপুরার বাধারঘাট তফশিলি জাতি সংরক্ষিত আসনে বিজেপি বিধায়ক দিলীপ সরকারের প্রয়াণে ওই আসনটি খালি হয়েছিল। পাঁচবারের বিধায়ক দিলীপবাবুর গত ১ এপ্রিল দীর্ঘ রোগভোগের পর দিল্লিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছিলেন।

এদিকে, ছত্তিশগড়ে মাওবাদী হামলায় প্রয়াত হয়েছিলেন দান্তেওয়াড়া তফশিলি উপজাতি সংরক্ষিত আসনে বিজেপি বিধায়ক ভিমা মানধাভি। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে যাওয়ার সময় তিনি মাওবাদী হামলায় নিহত হন। ওই হামলায় ৩ পুলিশ কর্মী ও তাঁর গাড়ি চালকও নিহত হয়েছিলেন। দান্তেওয়াড়ার শূন্য আসনে এখন নির্বাচন কমিশন উপ-নির্বাচনের ঘোষণা করেছে।

কেরালার পালা বিধানসভা আসনে বেশ কয়েকবারের বিধায়ক কেরালা কংগ্রেস (এম) নেতা কেএম মণি গত এপ্রিলে প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে ওই আসনটি শূন্য হয়ে পড়ে। এদিকে, উত্তরপ্রদেশের হামিরপুর বিধানসভা আসনে বিজেপি বিধায়ক অশোককুমার সিং চান্দেলের এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে তাঁর বিধায়ক পদ খারিজ হয়ে গিয়েছিল। বহু পুরনো মামলায় তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে। ২০১৭ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি সমাজবাদী পার্টি থেকে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন।

রাজ্যের দ্বিতীয় পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র চালু হল ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। বহু প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। ত্রিপুরায় দ্বিতীয় পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র খুলেছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের সূচনা করেন সাংসদ রেবতীকুমার ত্রিপুরা। এই পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র চালু করার ক্ষেত্রে উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের লাগাতর প্রচেষ্টার কুর্নিশ জানিয়েছেন তিনি।

সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার কথায়, মানুষের সমস্ত সুযোগ সুবিধার বিষয়ে গুরুত্ব দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। তাই বিদেশ মন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রকের যৌথ প্রচেষ্টায় এই পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র চালু করা সম্ভব হয়েছে। এদিকে, ধর্মনগরে পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র খুলে যাওয়ায় আগরতলা কেন্দ্রে চাপ কমবে বলে দাবি করেন সংশ্লিষ্ট অফিসের কর্মীরা।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এবার ত্রিপুরায় রাজধানী আগরতলার পর উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে সূচনা হল পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের। ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী হল-এ অনুষ্ঠিত হয় মূল অনুষ্ঠানটি। উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত সকালে সদ্যোজাত শিশু উদ্ধার মোহনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। মোহনপুরের সিমনার ঈশানপুর এলাকায় সাতসকালে সদ্যোজাত শিশু উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঈশানপুর স্লুইচ গেট সংলগ্ন এলাকার জঙ্গলে সদ্যোজাত শিশুটি পড়ে রয়েছিল। শিশুটির কান্না শুনে পথচারীরা ভীড় জমাতে থাকেন। সুজিত দাস নামে এক স্ব-হৃদয় যুবক শিশুটিকে উদ্ধার করে কাতলামারা প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে বর্তমানে শিশুটি সুস্থই রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে সুন্দর টিলার পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে শিশুটিকে দেখে আসে। খবর পাঠানো হয় চাইল্ড হোমে। কে বা কারা শিশুটি ফেলে গেছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা যাচ্ছে তথাকথিত আধুনিক সভ্য সমাজের পাপের বোঝা হয়েই শিশুটি ভুমিষ্ঠ হয়েছে। লোকলজ্জার ভয়ে কোন পাষন্ড মা শিশুটিকে জঙ্গলে ফেলে গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বিদ্যুৎ চপলতায় অতিষ্ঠ হয়ে কৈলাসহর পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ আগস্ট ।। গত দুই -তিন ধরে কৈলাসহরের গ্রাম অঞ্চলে বিদ্যুৎ না থাকায় আজ সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ নিগম অফিসের সামনে পথ অবরুধ করেন গ্রামবাসীরা। দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ থাকার পর উত্তেজিৎ জনতা রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ হিম সিম খেতে হয়েছে। গত দুই দিন দিন থেকে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ নেই। নিগম অফিসে ফোন করলে রিসিভার তুলা হয়না। বা ফোন ধরলে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায় না। এইরকম অবস্থা নিত্যদিনের। গত কয়েকমাস পূর্বে হাজার জনতা টিলাবাজারে পথ অবরুদ্ধ করেছিল। মহাশাসক কথা দিয়ে ছিলেন এই সমস্যা আর হবেনা। এমনি কথা আজ বললেন অবরুদ্ধ গ্রামবাসীরা। বিদ্যুঠ নিগমের এক আধিকারীক জানান গৌনগরে উত্তর অঞ্চল সহ চার পাঁচটি ফিডারের বিদ্যুৎ তারের খুঁটি ভেঙে পড়েছে। এই তিন খুটি পুনরায় মেরামত নতুন তার টানতে সময় গেলেছে আর রাত্রের মধ্যে পুরো এলাকায় বিদ্যুৎ স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এই খবর পাওয়ার পর পুলিশের সহযোগিতায় জনসাধারণ পথ অবরোধ তুলে নেন।

বনকরে কিশোরী অপহরণ শিশুকণ্যা ধর্ষিতা বক্সনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে বিয়ে করল এক যুবক। তার বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা দায়ের করা হয়েছে। অপর একটি ঘটনায় শিশুকণ্যাকে বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এক যুবককে।

দক্ষিণ দেলার বিলোনীয় থানার অধূন বনকর তালুকদার পাড়া থেকে এক কিশোরীকে অপরহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল এক যুবক। তার নাম রাকেশ দেবনাথ। বয়স চব্বিশ। ঘটনাটি ঘটেছিল ২১ আস্ট। যোল বছরের ওই কিশোরীর সাথে রাকেশের প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে কিশোরীকে বিয়ে করার লক্ষ্যে জোর করে বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায় ধর্মনগরে। সেখানে একটি কালী মন্দিরে তারা বিয়ে করে এবং একটি হোটেলে তারা দুইদিন অবস্থান করে। এদিকে রাকেশের পরিবারের লোকজন খোঁজ খবর নিয়ে তাদের বনকরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। দুটি পরিবারের তরফ থেকে তাদের এই বিয়ে মেনে নিতে নারাজ। এদিকে, ওই কিশোরীর পরিবারের তরফ থেকে বিলোনীয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল অপহরণের। সেই সোমাবেক পুলিশ রাকেশের বাড়িতে যায় এবং ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয় ডাক্তারী পরীক্ষার পর। এদিকে, পুলিশ আসার আগেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দেয় রাকেশ দেবনাথ।

অন্যদিকে, নয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে চব্বিশ বছরের এক যুবককে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন অরুণ জেটলির

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : পঞ্চভূতে বিলীন হলেন প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির দেহ। রবিবার দুপুরে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির। চোখের জলে প্রয়াত নেতাকে বিদায় জানান পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও রাজনীতিকরা। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দিল্লির নিগমবোধ ঘাটে তাঁর অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয়। তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন ছেলে রোহন জেটলি।

রোগভোগের পর শনিবার দুপুরে নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। শুধু কিডনির সমস্যা নয়, বিগত দু-বছর ধরে বিরল এক ধরনের ক্যানসারে ভুগছিলেন তিনি।

শনিবারই প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর কৈলাশ কলোনির বাসভবনে। সেখানে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ মানুষ থেকে রাজনৈতিক নেতারা। সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান, ইউপিএ চেয়ারপার্সন ও কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। ছিলেন রাহুল গান্ধী, বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়া চন্দ্রবাবু নায়ডু, শরদ পাওয়ার, প্রফুল্ল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনপ্রতিনিধিরাই জনগণকে স্বরাজ ও সুরাজ দিতে পারেন ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে ত্রিপুরা জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত সদস্য-সদস্যাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সদ্য প্রয়াত অরুণ জেটলির স্মৃতির উদ্দেশ্যে ২ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের নবনির্বাচিত ১৭ জন সদস্য-সদস্যাদের শপথ বাক্য পাঠ করান পঞ্চায়েত দপ্তরের অর্ধিকর্তা আর কে নোয়াতিয়া। এরপর একটি সভার মাধ্যমে নবনির্বাচিত সদস্য-সদস্যাগণ অন্তরা দেব সরকারকে সভাধিপতি এবং হরিদুলাল আচার্যকে সহ-সভাধিপতি নির্বাচিত করেন। তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান পঞ্চায়েত অধিকর্তা আর কে জমাতিয়া।

উদ্বোধকের ভাষণে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর একমাত্র পথ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী এক ত্রিপুরা সুন্দর ত্রিপুরা গড়ার সঙ্কল্প নিয়েছেন। গ্রামে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারে আগুন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ আগস্ট।। আগরতলা নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স এলাকায় রবিবার বিদ্যুতের একটি ট্রান্সফরমারে অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। তাতে অল্পেতে রক্ষা মিলেছে। ট্রান্সফরমারের তেল লিকেজ হয়ে পড়তে থাকে। এরই মধ্যে সেখানে সর্টসার্টিট হয়। ফলে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজনরা সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি দমকল বাহিনী এবং বিদ্যুৎ নিগমের অফিসকে জানান। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী দ্রুত ছুটে আসে আগুন আয়ত্বে আনে। এর ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে অল্পেতে রক্ষা মিলেছে।

ব্যাঙ্ক মেনেজার বোধিসত্ত্ব হত্যা মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবীতে গণঅবস্থান আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

প্লাস্টিক মুক্ত ভারত গড়ার ডাক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট।। প্লাস্টিক মুক্ত ভারত গড়তে গণ আন্দোলনের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মহাত্মা গান্ধীর ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী যখন আমরা পালন করব তখন প্লাস্টিক মুক্ত ভারত গড়ার অঙ্গীকারবদ্ধ হব। মা ভারতীকে প্লাস্টিক মুক্ত করে এই বছর গান্ধী জয়ন্তী পালন করার আহ্বান করেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, এবার প্লাস্টিক মুক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য। এবারের ১৫ আগস্ট আমি বলেছিলাম ১২৫ কোটি দেশবাসী খোলা জায়গায় শৌচকর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নিরলস ভাবে প্রচার করতে পারে। তবে একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালাতে হবে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের গুরুত্ব ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাড়ির ও তার পার্শবর্তী এলাকা, রাস্তা, নর্দমা, স্কুল, কলেজ পরিষ্কার রাখার জন্য বড় রকমের প্রচার চালাতে হবে।

তিনি আরও বলেন, মহাত্মা গান্ধীকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জানাতে হলে গোষ্ঠী পরিষেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে বলেন, সত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল মহাত্মা গান্ধীর। সেবার প্রতি এক আধ্যাত্মিক যোগ অনুভব করতেন মহাত্মা গান্ধী। যারই প্রয়োজন পড়ত গান্ধীজি তাঁকে সেবা করত। সেবা করে এক ঐশ্বরিক শান্তি অনুভব করতেন জাতির জনক। সেবা পরম ধর্ম যে জাতির জনকের আদর্শ ছিল তা মনে করিয়ে দেন তিনি।

বই পড়ার উপর বিশেষ জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বই সংগ্রহ করে তা গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে জ্ঞানের আলো ছড়ানো প্রয়োজন। ১৩০ কোটি ভারতীয় ১৩০ কোটি ভাবনাকে জাগ্রত করে উদ্যোগী হয়েছে। মহাত্মা গান্ধী গরিব, প্রান্তিক, দুর্বল, অভুক্তদের সেবা করতেন। কুষ্ঠো রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

দেশে অপুষ্টি রোধ করার বিষয়টি এনডিএ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যে গুরুত্ব দিচ্ছে, তা এদিন মন কি বাত অনুষ্ঠানে বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, অসচেতনতার কারণে গরিব এবং বিত্তশালী পরিবারগুলি অপুষ্টিতে ভুগছে। সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে গোটা দেশে পোষণ অভিযান চালানো হবে। এই অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে কি ভাবে অপুষ্টির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা যায় তা প্রচার করা হবে। বিষয়টিকে গণআন্দোলনে নিয়ে যাওয়া হবে।

মুঠিভর দানা কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, নাসিকে মুঠিভর দানা বড় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ফলনের সময় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা কৃষকদের থেকে এক মুঠো দানা সংগ্রহ করে পরে তা রান্না করে শিশু এবং মহিলাদের খাওয়াত।

এদিন তিনি রেডিওতে সম্প্রচারিত ''মন কি বাত'' অনুষ্ঠানে বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা এবং জীবন থেকেই বর্তমান সময়ে সকল সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের জীবন থেকে সকলেই বর্তমান সময়ের যে কোনও সমস্যার সমাধান পেতে পারে। বহুযুগ আগের এই মহাত্মার আজও সমান ভাবে সকলকে অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছে। জন্মাষ্টমীর উৎসবের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি যে কত মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারি ছিলেন কয়েক হাজার বছর পরে আজও তা অনুভব করা যায়। প্রতিবার নতুন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩১৫ ▫ ২৬ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ৮ ভাদ্র ▫ সোমবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

প্রশাসন ও দূর্ঘটনা

প্রতি বছর সরকারী উদ্যোগে সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হয়। এই সড়ক নিরাপত্তা সপ্তাহেই একের পর এক দূর্ঘটনায় অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়েন। প্রায় প্রতিদিনই সড়ক দূর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটিতেছে। অথচ ইহাই সত্যি যে, এই দূর্ঘটনা রোধে তেমন কার্য্যকর কোনও পদক্ষেপ নিতে পারিতেছে না রাজ্য প্রশাসন। যে সরিষা দিয়া ভুত তাড়ানো হইবে সেই সরিষাতেই যদি ভুত থাকে তাহা হইলে ভুত তো ঘার মটকাইবেই। দূর্ঘটনা যে হারে বাড়িতেছে, পরিসংখ্যান নিলে হয়তো দেখা যাইবে সড়ক দূর্ঘটনায় শীর্ষ স্থান দখল করিতেছে ত্রিপুরা। রাজ্যের আয়তন, লোকসংখ্যা ইত্যাদির অনুপাতে দূর্ঘটনার হার যে অনেক বেশী সে বিষয়ে দ্বিমত থাকিবারই কথা নহে। ত্রিপুরায় যান বাহন চলাচলের উপর ট্রাফিক দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ কতখানি রহিয়াছে সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। দূর্ঘটনা বৃদ্ধির সবচাইতে বড় কারন প্রশিক্ষিত, দক্ষ চালকের অভাব। যান বাহন চালকের বেপরোয়া চালনার জন্যও দূর্ঘটনা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসাবে ধরিয়া নেওয়া যায়।

রাজ্যে সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে মোটর কর্মীদের ভূমিকা সম্পর্কে জোর বিতর্ক আছে। এই লাইনে এখন আর দক্ষ কর্মী গড়িয়া উঠিতেছে না। রাজ্যে বিভিন্ন রুটে যাত্রীবাস চলাচল করিলেও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ তেমন নাই। একশ্রেণীর চালক, মোটরকর্মী এই শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিবার, প্রসারিত করিবার তেমন ভাবনা চিন্তা করেন বলিয়া মনে হয় না। এক সময় রাজ্যে মোটরগাড়ীর চালক কর্মীদের জয়জয়কার কে না দেখিয়াছে। ষাটের দশকে একজন মোটর গাড়ীর চালকের দামই ছিল আলাদা। এই গাড়ীর ড্রাইভাররা নানা দিক দিয়াই ছিলেন সুখী। এই সুখ ভোগের জন্য সবচাইতে বেশী তৎপর ছিলেন ড্রাইভাররা। রাজ্যের সরকারী কর্মচারীদের সেদিনের দুরবস্থার কথা কে জানে। এই পরিস্থিতিতে তখন মোটর চালকরা দাপাইয়া বেড়াইয়াছে।

মোটর কর্মীদের অনেকেই পরিস্থিতির কথা ভাবিয়া অন্য পথে জীবিকার সন্ধান করিতেছেন। তাহা ছাড়াও মোটর কর্মীদের মধ্যে অনেকেই সুস্থ চিন্তা ও চেতনার পথে হাটিতে পারে। সুতরাং তাহাদের প্রতি সাধারণ মানুষের তেমন সহানুভুতির ঘটনা চোখে পড়ে না। মোটরকর্মীরা বেশীর ভাগই রাজনীতির শিবিরে আশ্রিত। আর খুঁটির জোরে পুলিশকেও চোখ রাঙাইয়া কাবু করিতে পারে। তাহাদের সাম্প্রতিক কান্ডকীর্তি অনেকের চোখ কান খুলিয়া দিয়াছে। যতদিন মোটর কর্মীদের যথাযথ ভাবে যান বাহনের উপর, যান চালকদের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকিবে না, ততদিন বেপরোয়া যান মানুষের প্রাণ ছিনাইয়া নিতেই থাকিবে। ট্রাফিক পুলিশকে আরও বেশী প্রশিক্ষিত করিয়া যানবাহন চলাচলের উপর কঠোর নজরা দারী বাড়ানো দরকার। যেখানে ট্রাফিক পুলিশই মোটর কর্মীদের ভয়ে তটস্থ সেখানে দূর্ঘটনা রোধ করা তো অলীক স্বপ্নের মতোই। ত্রিপুরায় যেভাবে দূর্ঘটনা বাড়িয়াই চলিতেছে সেখানে রাশ টানিতেই হইবে, মৃত্যু মিছিল বন্ধ করিতে হইবে। বিপন্ন সড়ক নিরাপত্তা। এই বিপন্ন অবস্থা হইতে ত্রিপুরাকে রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের সমস্ত গর্ব ধুলায় লুটাইবে।

রবিবাসরীয় সকালে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ রাজধানী দিল্লির

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : আগস্টের শেষ রবিবারে ঘুম ভেঙে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখল দিল্লিবাসী। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে হাল্কা বৃষ্টিপাতে সম্ভাবনা রয়েছে রাজধানী দিল্লিতে।

এদিন দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। সকাল ৮টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৮৩ শতাংশ। এদিন দিল্লির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রবিবার সারাদিন ধরেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় হাল্কা বৃষ্টিপাত হবে। শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার রাজধানী দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস অন্যদিকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বৃষ্টি হলেও গরম থেকে রেহাই পাচ্ছে না দিল্লিবাসী।

ফের বারুইপুর কেন্দ্রীয় সংশোধানাগার থেকে উদ্ধার গাঁজা

বারুইপুর, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : গত ৯ই আগস্ট বারুইপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার থেকে মাদক ও মোবাইল ফোন সহ গ্রেফতার করা হয়েছিল জেলের চিফ ওয়ার্ডার সুখেন্দু দাস। ঘটনার পর দু'সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই আবারও এই সংশোধনাগারের বন্দীদের কাছে মাদক পাচার করার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন আরেক জেল কর্মী।

শনিবার গভীর রাতে বিশ্বজিৎ জানা নামে এক ওয়ার্ডারকে গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে প্রায় দেড়শো গ্রাম গাঁজা ও নগদ আড়াই হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। সংশোধনাগারের সুপার শুভেন্দু কিশোর ঘোষের অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্বজিৎকে গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে ২০বি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। শনিবার রাতে সংশোধনাগারে তল্লাশির সময় অভিযুক্তের কাছ থেকে এই মাদক ও নগদ টাকা উদ্ধার হয়।

রাত আটটাতেই এবার অন্ধকারছন্ন তিলোত্তমা

কলকাতা,২৫ আগস্ট (হি.স.):কলকাতা মানেই আলোর রোসনাই ঊ ঝলমলে আলোতে চকচক করে তিলোত্তমা ঊকিন্তু এবার রাত আটটা বাজলেই নিভে যাবে কলকাতার বড় পার্কের সব হ্যালোজেন আলো। এবার রাত আটটার পরই উত্তরের সুভাষ সরোবর থেকে দক্ষিণের রবীন্দ্রসরোবর চত্বরে হ্যালোজেন ও মেটাল ল্যাম্প ধাপে ধাপে নিভিয়ে দেওয়া হবে।পাশাপাশি নিভে যাবে ইলিয়ট পার্ক, সিটিজেন পার্কের বড় বড় হ্যালোজেন গুলোও ঊ পাশাপাশি রাস্তার মোড়ে মোড়ে হ্যালোজেন পালটে নিয়ে আসা হবে পরিবেশবান্ধব এলইডি আলো।তবে, চড়া লাইট নিভিয়ে দিলেও নিরাপত্তার কারণেই পার্কের চারপাশে নরম আলোর স্পর্শ থাকবে সারারাতই। কেএমডিএ সূত্রে খবর, চড়া আলোর দাপটে পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে পাশাপাশি বিদ্যুতের খরচ প্রচুর কমাতেই এই সিদ্ধান্তঊ তবে,নিরাপত্তার কারণে, শহরের সমস্ত পার্কের ভিতরেই নরম আলো যেমন জ্বলবে তেমনই নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা ও নজরদারি বাড়ানো হবে ঊ ইতিমধ্যে রাত ন'টা বাজতেই নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে ইকো পার্কের সমস্ত আলো।

চারটি নম্বর বিহীন বাইক উদ্ধার

কুলতলি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : শনিবার গভীর রাতে এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে চারটি নম্বর বিহীন মোটর সাইকেল উদ্ধার করল দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি থানার পুলিশ। এদিন রাতে কুলতলির পাচুয়াখালীতে একটি গ্যারাজে হানা দিয়ে এই বাইক গুলি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশি অভিযানের খবর পেয়ে আগেই গ্যারাজ ছেড়ে পালিয়ে যায় ঐ গ্যারাজের মালিক। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান এই মোটর বাইকগুলি চুরির। সেই কারণেই এই গ্যারাজে এগুলি লুকিয়ে রাখা রয়েছিল। গত কয়েকমাসে কুলতলি সহ আশপাশের থানায় বেশকিছু বাইক চুরির অভিযোগ জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগের সাথে এই মোটর বাইক গুলির কোন মিল আছে কিনা সেটা ও ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি ঐ গ্যারাজ মালিকের খোঁজে ও তল্লাশি চালাচ্ছে কুলতলি থানার পুলিশ।

হিংসা ও ঘৃণার রাজনীতি বন্ধ হোক

আরফিল ইসলাম সাহাজি

সাম্প্রতিককালে রাজনৈতিক সংঘর্ষ রাজ্য রাজনীতিতে এক উগ্র হিংস্র বাতাস বইয়ে দিচ্ছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ভাবতেই অবাক লাগে, সাধারণ গণ মানুষ (পার্টি কর্মী) কতটা হিংস্র হয়ে উঠেছেন যে, নিজ প্রতিবেশীকে নৃশংসরূপে হত্যা করতে তাদের হাত কাঁপছে না। ভালোবাসার পুনর্জাগরণ ক্ষেত্র ভারতবর্ষের পবিত্র মাটি আবহমান কাল ধরেই এভাবেই রাজনৈতিক সংঘর্ষের বলি হন সাধারণ গণ মানুষ। নিহত একজন, মাত্র কয়েকমাস বিবাহিত, অর্থাৎ জীবনের মধুময় সময়েই তাকে পরপারে পাড়ি দিতে হচ্ছে। একই গাঁয়ের মানুষ নিজ প্রতিবেশীকেই হত্যা করে বসছেন। মানবিকতা, মূল্যবোধ এসব কি আজ গঙ্গার জলেবিসর্জিত হতে বসল? এই ঘৃণার রাজনীতিতে আসল লাভ কার, কখনও কেউ ভেবে দেখেছে?

এ যেন মহাত্মার একক ঐক্যবদ্ধ ভারত নয়, একটি ভূখণ্ড হলেও দেশটা যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে বিভক্ত হয়ে গেছে। বিজেপির ভারত, টিএমসির ভারত, কংগ্রেসের ভারত, হিন্দুর ভারত, মুসলমানের ভারত, খ্রিস্টান জৈন শিখ সকলেরই আলাদা আলাদা ভারত। ধনীর ভারত, গরিবগুর্বোর ভারত, আম্বানি-আদানিদের ভারত। অর্থাৎ ইচ্ছে করেই একটা ইউনিটি অব ক্রাইসিসের জন্ম দেওয়া হয়েছে। ইউনিটি বা ঐক্যবদ্ধ গণমানবকে শাসন শক্তি বরাবরই ভয় পান, সেজন্যই বোধহয় এই বিভেদের রাজনীতির আমদানি।

রাজনীতিক পরিগুলের এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অশিক্ষিত মানুষের বাড়ন্তপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ্য করবার মতো। শুধু অশিক্ষিত তবে ভদ্রস্বভাবের মানুষ হলেও মনটা একটা প্রশান্ত হত। লজ্জার এবং দুঃখের বিষয়, অশিক্ষিত তো বটে, অসামাজিক বখাটে মানুষগুলোই এখন সমাজের স্বঘোষিত মাথা। এলাকার রাজনীতিকভাবে অনুষ্ঠিত কোনও অনুষ্ঠানের মঞ্চে তাদেরকে বরণ করার দৃশ্য দেখলেই ভিতরটা ধক করে ওঠে। যে বা যাঁরা খুবই কষ্ট করে শুধুমাত্র নিজের নামটাই লিখতে পারে, যাদের অনেকেরই মুখের অসভ্যকথন কলকাতার রসগোল্লার মতো মিষ্টি, তার দ্বারা কোনও মহগল সাধিত হবে সমাজের, দেশের? এমন প্রশ্ন, একটু সচেতন মানুষের মনে ওঠা স্বভাবিক। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, তথাকথিত শিক্ষিত মানুষরা কেন রাজনীতিক অঙ্গনে সফল হতে পারছেন না? অল্পশিক্ষিত মানুষরা তবে রাজনীতিতে আসবেন না, একথা কিন্তু বলছি না। তবে গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে তাঁরা বসলে সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতির মুখে পড়বে। যোগ্য মানুষের যোগ্য আসনে বসালে তবেই সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। যোগ্য ও মেধাবী নেতৃত্বের অভাবেই যতটা অগ্রগতি হওয়ার ছিল, তা কখনই আমাদের দেশ অর্জন করতে পারেনি।

শিক্ষিত সুসভ্য জনমানব রাজনীতির ধারপাশ দিয়ে যেতে চান না কেন? এলেও বেশিরভাগ বিফল কেন হন? বিষয়টি বেশ চিন্তা জাগায়। প্রথমত রাজনীতির অঙ্গন এখন যথেষ্ট আগাছাপূর্ণ, যেখানে উচ্চবীজের ফসলের উদ্‌গমও ভাল হবে না, এটা এখন শিশুরাও জেনে গেছে। বিষয়টি উপস্থাপন করতে একটি মজার ঘটনা মনে পড়ে গেল। একটি বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়ানোর সুযোগ হয়েছিল। একটি ছেলে পড়তে নবম শ্রেণিতে, মারকুটে টাইপের। তার নামে অভিযোগের পাহাড় জমে আছে প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের টেবিলে। প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে একদিন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপচারিতায় মগ্ন আছি, হঠাৎ নবম শ্রেণির কিছু ছাত্র একটি মেধাবী ছাত্রকে ধরে নিয়ে আসছে। ছেলেটির নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে অল্প অল্প। সেই একই অভিযোগ । আর পারছি না তো বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বয়স্ক মাস্টারমশাই। গম্ভীরভাবে আমাকে বললেন, তুমি তো লেখক মানুষ, বলো তো ওই জানোয়ারটা বড় হয়ে কী হবে? আমি বললে বলতে পারতাম,তবে উনি আমার থেকে অনেক বেশি পৃথিবী দেখেছেন বলে, মাস্টারমশাইয়ের অভিমতটা শুনবার লোভ হল, বললাম আপনিই বলুন। তিনি প্রবীণ, আমি নবীন, তবে এক্ষেত্রে দুজনের অভিজ্ঞান হুবহু মিলে গেল। স্যার বললেন, দেখো ও বড় হয়ে পলিটিশিয়ান হবে। বললাম, তাহলে কি একটু সমীহ করে চলব, পরে অনেক কাজ উদ্ধার করা যাবে? উনি মৃদু হাসলেন। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের ভারত আগমনের মতো সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যেন, রাজনৈতিকভাবে সফল হতে গেলে আপনাকে বাহুবলী হতে হবে। সেখানে দাঁড়িয়ে নিরীহ ভদ্রলোকগণ কীভাবে সফল হবেন? এমন সব মানুষ যদি হন সমাজের স্বঘোষিত মাথা, সমাজের হাল জীর্ণ ফুটো ছাতার রূপই তো নেবে, এতে অবাক হওয়ার মতো অবান্তর কিছু নেই।

বিভেদকামী আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানিমূলক কথাবার্তাতে প্রবাবিত হয়েছেন অনেকেই, ফলত একটা ইউনিটি অব ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে দেশটা। এই ঐক্যগত ফাটল ভরবার মূল কারণ বোধহয় প্রতিবেশী সম্পর্কে সম্যক জানবার অক্ষমতা। একই ভুখণ্ডের হয়েও অনেকেই জানেন না অন্য ধর্ম ও বর্ণগত সম্প্রদায়ের জীবন আচার, ধর্মীয় কৃষ্টিকালচার। জানলেও বুঝতেই চান না, এই না বোঝার পিছনে হেতু হতে পারে রাজনৈতিক স্বার্থ। বিষয়টি আলোর নীচে আঁধারের সদৃশ। এই না জানার সুযোগটাই কিন্তু নিচ্ছে বিভেদকামীরা। ওরা বিপজ্জনক, অতএব ওদেরকে খতম করো, এই আপ্তবাক্যে অনেকেই উৎসাহিত হয়ে নিরীহ বয়স্ক গরিব নারীপুরুষকে নিগ্রহ করছেন, অনেককে নির্মমভাবে হত্যাও করেছেন, ঘৃণা, নিগ্রহ করাবার মধ্যে কোনও রূপ মাহাত্মা নেই। একটি সুসভ্য রাষ্ট্রে জন্য কাম্যও নয়। যেকোনও ধরনের বিভেদ রাষ্ট্রক গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেবে। এক সম্প্রদায় ও ধর্ম, রাজনৈতিক দলাদলি, অন্যর পথচলার প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে। তাতে রাষ্ট্রে কোনও উপকার হবে না, বরং দুর্বল ও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বে দেশ। বাল্যকালে পড়া সেই গল্পটি অনেকেরই মনে আছে বোধহয়। এক বৃদ্ধের তিন ছেলে। ঝগড়া লেগে ছিল সবসময়। বৃদ্ধ পড়লেন মহা বিপদে। তাঁর মৃত্যুর পর ছেলেরা একে অপরের রক্তপিপাসু হয়ে উঠবে, এই ভেবেই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাছাড়া ভাই ভাইয়ের এই অনৈতিক্যের সুযোগ অন্য যে কেউ নিতে পারে। বৃদ্ধ তিন ছেলেকে ডাকলেন এবং তাদেরহাতে একটা করে বাঁসের লাঠি দিলেন। অতঃপর বললেন, দুই টুকরো করো। সকলেই দুই টুকরো করে ফেললেন নিমেষেই। তখন বৃদ্ধ সকলে তিনটি লাঠি একসঙ্গে দিলেন এবং দুই টুকরো করতে বললেন, সকলের কাছেই বিষয়টি কষ্টকর হয়ে উঠল। বৃদ্ধ বললেন, ঐকবদ্ধতাই তোমাদের সকল বিপদ আপদ থেকে রক্ষা যেমন করবে,তেমনি শক্তিশালীও করবে। বিষয়টি চর্বিতচর্বন,তবুও বলার উদ্দেশ্য হল, তিনটি 'স'—সম্প্রীতি, সমন্বয় ও সহিষ্ণুতার সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যকর বিকাশ না হলে একটি দেশের, বিশেষ করে আমাদের মতো বহু সংস্কৃতি, বহু ধর্ম ও বহু ভাষার দেশেরমুক্তি সম্ভব নয়। আমাদের দেশ এক বিশাল ভুখণ্ড জুড়ে রয়েছে। একাধিক জাতি, গোষ্ঠী, সমাজ, ধর্ম ও ভাষার ভিন্ন সংস্কৃতিই এ দেশের প্রাণ। বিভিন্ন রাজনীতিক মতাদর্শের ভিন্নতাও আমাদের সংস্কৃতির অহংকার। সংস্কৃতি শব্দটি একটি বহুমাত্রিক শব্দবন্ধ। বৈচিত্রবহুল জটিল ধারণা। মানুষের রুচি, আচারবিচার, বিশ্বাস সবই সংস্কৃতির অংশ। সহজভাবে বললে মানুষের জীবনের গল্প মুখরিত হতে যে পথ ও পন্থা অবলম্বিত হয়, তাই সংস্কৃতি। গণমানুষ যেহেতু স্বতন্ত্র, সুতরাং বিচার রুচি বিশ্বাসও ভিন্ন হবে, সেটাই স্বাভাবিক। সংস্কৃতিক সম্প্রীতিই বরবার ভারতবর্ষকে গৌরবময় উপস্থিতি দিয়েছে বিশ্ব ইতিহাসে। বলতে বাধা নেই, পূর্বপুরুষদের রেখে যাওযা সম্প্রীতির পূর্ণাবয়বের যে আদাল ছিল আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য, তার কোথাও যেন কিছুটা বদল এসেছে। ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষে হঠাৎ করেই একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল সম্প্রীতিহীন ঘৃণার ভারত, দলিত, সংখ্যালঘু, আদিবাসী সহ প্রান্তিক ভারতবাসীর উপর অকারণ নিগ্রহের ঘটনা ভয়ঙ্কররকম বৃদ্ধি পেয়েছে।

শরীরের কোনও অংশেই অক্ষম হওয়া কাম্য নয়, তেমনি একটি দেশের সকল অংশের উন্নয়নকাম্য হওয়া উচিত। একটা সমন্বয় দরকার। বিষয়টি প্রতিটি রাজনৈতিক দলগুলির অনুধাবন করা দরকার। সকলের জন্য শিক্ষা ও কর্মের ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করা প্রয়োজন। দেহের একটি অংশের অপুষ্ঠি যেমন পুরো দেহব্যাবস্থার জন্য ক্ষতি, তেমনি সমাজের একটি দুটি অংশের যাচ্ছেতাই রকম অবস্থান, রাষ্ট্রে অগ্রগিতর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে, একথা বুঝতে বিশেষজ্ঞস হওয়ার প্রয়োজন নেই।

একই ভুখণ্ডের হয়েও অনেকেই জানেন না অন্য ধর্ম ও বর্ণগত সম্প্রদায়ের জীবন আচার,ধর্মীয় কৃষ্টিকালচার। জানলেও বুঝতেই চান না, এই না বোঝার পিছনে হেতু হতে পারে রাজনৈতিক স্বার্থ। বিষয়টি আলোর নীচে আঁধারের সদৃশ। এই না জানার সুযোগটাই কিন্তু নিচ্ছে বিভেদকামীরা। ওরা বিপজ্জনক, অতএব ওদেরকে খতম করো, এই আপ্তবাক্যে অনেকেই উৎসাহিত হয়ে নিরীহ বয়স্ক গরিব নারীপুরুষকে নিগ্রহ করছেন, অনেককে নির্মমভাবে হত্যাও করেছেন, ঘৃণা, নিগ্রহ করাবার মধ্যে কোনও রূপ মাহাত্মা নেই। তিনটি 'স'-এর অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলসহনশীলতা বা সহিষ্ণতা সকলের মত পথকে শ্রদ্ধা করাই হল সহিষ্ণতা। রাজনীতিক মতাদর্শগত, বর্ণগত, ধর্মগত বৈষম্য থাকবেই, তবে সেটি প্রাণঘাতী সংঘর্ষের পর্যায়ে উপনীতি হলে মুশকিল। 'অসহিষ্ণু ভারত', এই শব্দবন্ধটি গত কয়েকবছরে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হঠাৎ একটা অসহিষ্ণু সংস্কৃতি আমাদের দেশীয় কৃষ্টিকালচারের পরিপন্থী। এ দেশে বরাবরই সহিষ্ণু। সকলের নিজস্ব মত, রাজনীতিক অভিজ্ঞান ও ধর্মপালনের পূর্ণঅধিকার স্বীকৃত।

তিন 'স' (সম্প্রীতি, সমন্বয় ও সহিষ্ণুতা) এর সঠিক সুষ্ঠু এবং স্বাস্থ্যকর রূপায়ণই রাষ্ট্রে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। তিনি 'স' এর পূর্ণ মিলন তখনই সম্ভব যখন আমরা প্রতিবেশীকে জানার চেষ্টা করব, বঝতে চাইব। একটা উন্নাসিক মানসিকতা অন্তরালে কাজ কবে এই না জানার কাঁটাতারের মাঝখানে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শ্রিসংস্কৃতির মানুষের বসতি যে জনপদ সমূহে রয়েছে সেই অঞ্চল সমূহ ধর্মীয়, বর্ণ ও রাজনীতিক হানাহানির শিকার খুবই কম হয়। কেননা, তাঁরা প্রতিবেশীকে চেনেন। বিপদে একে অপরের পাশে দাঁড়ান। একই গাঁয়ের মানুষ কেন করবেন মারামারি? বিপদে পড়লে প্রতিবেশীই পাশে দাঁড়াবে আপনার, বাইরে থেকে কোনও নেতা কি আসবেন উদ্ধারকর্তা রূপে, ভাবুন অবশ্যই একবার।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নদী চলে আপন গতিতে

সুদর্শন নন্দী

ঝাড়গ্রাম জেলার প্রধান নদী সুবর্ণরেখা থেকে উৎপত্তি (বিনপুরের ডুলুংডিহা থেকে) ডুলুং নামেরনদী নামটি বড়ই সুন্দর। জঙ্গলমহলের ছোট্ট নদী আবার জেলা ঘুরে সাঁকরাইলের অদূরে সেই সুর্বণরেখাতেই মিলেছে। নদীর মূল সৌন্দর্য দেখতে গেলে যেতে হবে চিলকিগড়। ঝাড়গ্রামের অদূরে। যেখানে গেলেশুধু দনীই নয়, পাবেন জামবনি রাজবংশের আরাধ্য দেবতা কনকদুর্গার মন্দির, পাবেন রাজপ্রাসাদ, লাল কাঁকুরে মাটি আর পাবেন শাল পিয়ালের ঘন জঙ্গল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা সদর শহর মেদিনীপুরকে কেন্দ্র করে ২০০২-এর আগে ছিল শুধু মেদিনীপুর জেলা। শিল্প, অরণ্য, নদী, সমুদ্র সব ছিল তার ঝুলিতে। ২০০২-এ ভাগ হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় আর আবার সম্প্রতি বাগ হল পশ্চিম মেদিনীপুর। নতুন জেলা হয়ে বেরিয়ে গেল ঝাড়গ্রাম। অরণ্য ও নদী কেন্দ্রিক পর্যটন রয়ে গেল ঝাড়গ্রাম জেলায়।

আলোচন্য পর্যটন স্থান ডুলুং নদীর তীরে যেতে হলে আপনাকে যেতে হবে চিলকিগড়। যাওয়ার জন্য আপনাকে ট্রেনে এসে নামতে হবে ঝাড়গ্রাম অথবা গিধনি রেল স্টেশন। গিধনি থেকে চিলকিগড় চার কিলোমিটার। আর ঝাড়গ্রাম স্টেশন থেকে চিলকিগড় চোদ্দো কিলোমিটার। তবে গিধনিতে সক্সপ্রেস ট্রেন দাঁড়ায় না। তাই ঝাড়গ্রামে নেমে একটি চার চাকা ভাড়া করলে আধ ঘণ্টায় পৌঁছে যাবেন এই চিলকিগড়।

ঝাড়গ্রামে নেমে টাইলে ঝাড়গ্রামে দুপুরে খাওয়া সেরে হোটেলে বিশ্রাম নিন এবং বিকেলে ঝাড়গ্রাম ঘুনে নিন। দেখুন সাবিত্রী মন্দির, রাজবাড়ি, চিড়িয়াখানা। পরের দিন সকাল সকাল চলুন জামবনি এবং চিলিকিগড়ে কনকদুর্গা অণর‍্য ও মন্দিরে। নিন দিনভোর ডুলুং নদীর স্বাদ। জামবনি ধলভুমগড়ের রাজাদেররাজ্য ছিল। এরা ধলবুমগড়ের আদি বাসিন্দা। এদের একটি শাখা এখানে এসে রাজত্ব করেন। জামবনিতে। ;

জামবনি রাজপ্রাসাদ যাওয়ার এক কিলোমিটার আগে চিলকিগড়। এবারের গন্তব্য কনকদুর্গা অরণ্য পেরিয়ে রাজাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কনকদুর্গা মন্দিরে। জাগ্রত দেবী। নিত্য পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা রয়েছে। গাড়ি পার্ক করার জন্য রয়েছে। গাড়ি পার্ক করার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট জায়গা। গাড়ি রেখে চলুন পায়ে পায়ে কয়েক হাজার প্রজাতির গাছগাছালির মাঝ দিয়ে। পাখির গুঞ্জন, গাছাগাছালি মৌনতা আপনাকে রোমাঞ্চিত করবেই ছায়াঘন রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছে যান কনকদুর্গা মন্দিরে। ডুলুং নদীর উপকূলে। মন্দিরের গা ঘেঁষে গিয়েছে মোহময়ী ছোট্ট নদী। এর নয়নভিরাম রূপ দেখে ভেসে যান হাঁটুজলে। দু'পাশের সবুজ গাছ আর মোরাম মাটির পাড় দেখে বিস্মিত হতে হয়।

ঘণ্টা দুই কাটিয়ে এবার মূল রাস্তা ধরে এক কিলোমিটার দূরে চলুন জামবিন। চাইলে নদী পেরিয়ে গ্রামের ভেতর দিয়েও যেতে পারেন লালমাটির পথ ধরে। এখানকার রাজাদের প্রাসাদটি আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে। সামনে বিশাল চত্বর। মূল দরজার

বাঁ-দিকে মন্দির। রয়েছে কালাচাঁদের মন্দির ও শিবমন্দির। বিশাল অশ্বাত্থগাছের নীচে বসে নির্জনতা উপভোগ করুন। ঘুরে নিন অদূরে জামবনি রাজার।

হাতে একদিন বাড়তি সময় থাকলে দেখে আসেত পারেন ৪০ কিলোমিটার দূরে গোপীবল্লভপুরে সুবর্ণরেখার সৌন্দর্য। বিস্তৃত বালুচরে সারাদিন হারিয়ে যেতে পারেন সুবর্ণরেখার আঁকেবাঁকে। পথে যেতে যেতে ফেকোঘাটের কাছে আবার দেখা পাবেন ডুলুং নদীর। খানিক জিরিয়ে নিন পাড়ে। সে এখানে একটু স্ফীত। তবে স্ফীত হলেও সৌন্দর্যে টইটম্বুর।

কীভাবে যাবেন -

হাওড়া থেকে সকালেই রয়েছে ছটা পঞ্চান্ন মিনিটে ইস্পাত এক্সপ্রেস। সাড়ে নটায় নামিয়ে দেবে ঝাড়গ্রামে। সেখানে থেকে গাড়ি ভাড়া করে চিলকিগণ পৌঁছে যান।

যদি ঝাড়গ্রামে থাকতে চান তবে হোটেলে বিশ্রাম নিয়ে লাঞ্চের পর ঝাড়গ্রামের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিন। পরের দিন ডুলুং যাওয়ার প্ল্যান করুন। ঝাড়গ্রাম থেকে চিলকিগড় ১৪ কিলোমিটার। যাঁরা নিজেদের গাড়িতে আসতে চান তাঁরা জাতীয় সড়ক ৬ নম্বর ধরে (মুম্বাই রোড) চলে আসুন। সাহায়তা নিন গুগল ম্যাপের।

কোথায় থাকবেন-

থাকার অনেক হোটেল রয়েছে রয়েছে ঝাড়গ্রাম, জামবনি রাজপ্রাসাদ। ঝাড়গ্রাম জেলার পর্যটন সাইট খুললে বিস্তারিত পেয়ে যাবেন।

জেনে রাখুন-

মন্দির চত্বর বা নদীর পাড়ে প্লাস্টিক বোতল বা পলিব্যাগ ফেলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ বিড়ি সিগারেট, খইনি সেবন।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

রবিবার ১০৩২৩ শিক্ষক সমিতি বিভিন্ন দাবি আদায়ে রাজধানীতে র‍্যালির আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

নরেন্দ্রপুরে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার তরুণী

নরেন্দ্রপুর, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : নরেন্দ্রপুরে পুলিশ সেজে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ডাকাতির নেপথ্যে বছর বাইশের এক যুবতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম দীপা মজুমদার। এই ঘটনায় দীপার এক প্রেমিকও যুক্ত। যদিও ঘটনার পর থেকে সেই যুবক বেপাত্তা।

গত রবিবার গভীর রাতে নরেন্দ্রপুরের নেতাজি নগরে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেয় ছয়জনের এক ডাকাতদল। পরিবারের লোকেদের দাবি, তিনজনের পরনে ছিল পুলিশের উর্দি, আর বাকি তিনজন ছিল সাধারণ পোশাকে। গৃহকর্তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে নগদ ৭০ হাজার টাকা, সোনা ও রুপোর গয়না লুট করে দুষ্কৃতীরা। এদিকে ঘটনাটি টের পেয়ে আশেপাশের মানুষ যখন চিৎকার করতে শুরু করেন, তখন শূন্যে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালিয়ে যায় ডাকাতরা। পিছু ধাওয়া করে অবশ্য একজনকে ধরে ফেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাকে গ্রেফতার করে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

ঘটনার পর পুলিশ রেজাউল শেখ, মামন শেখ, সবুজ সেখ ও দীপু শর্মা নামে চার ডাকাতকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের মধ্যে প্রথম তিনজন বাংলাদেশের যোগেশগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানতে পারে ঘটনার মূল চক্রী দীপা মজুমদার। ডাকাতি হওয়া ব্যবসায়ী অরুপ দত্তের বাড়িতে অবাধ যাতায়াত ছিল দীপার। অরুপের মা মায়া দত্তকে সে জেঠিমা বলে সম্বোধন করত। জেঠিমাও দীপা অন্ত প্রাণ ছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, মাস কয়েক আগে বাড়ির অনেক গয়না দেখে সে মায়ার কাছে কয়েকটি গয়না চায় বিয়েবাড়িতে সেজেগুজে যাবে বলে। সরল মনে সেই গয়না দেন মায়া। বিয়েবাড়িতেই দীপার বর্তমান প্রেমিকের সঙ্গে সেই গয়না নিয়ে কথাবার্তা হয়।

দীপা জানায় দত্ত বাড়িতে চুরি বা ডাকাতি করতে পারলে প্রচুর গয়না পাওয়া যাবে। তখন সেই প্রেমিক কুখ্যাত বাংলাদেশি ডাকাত রেজাউলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর রেজাউল, দীপা ও প্রেমিক মিলে সেই প্রেমিকের অফিসে বেশ কয়েকবার মদ্যপান সহযোগে মিটিং করে এবং অরুপ দত্তের বাড়িতে ডাকাতির ছক কষা হয়। যদিও ডাকাতির আগেই ওই বাড়ির একটি পুজোর অনুষ্ঠানে দীপা, তাঁর প্রেমিক ও ডাকাত গিয়ে গোটা এলাকাটা রেইকি করে আসে এবং ঘরের জিনিসপত্র , ঠাকুরের গায়ে বিপুল গয়না দেখে আসে। এরপর ছক মারফৎ নির্দিষ্ট দিনে ডাকাতি হয় নেতাজী পল্লীতে। পুলিশের পোষাক পরে প্রায় ঘণ্টাখানেক অপারেশন সারে ডাকাতদল। যদিও সেই রাতেই জনতার হাতে একজন ডাকাত ধরা পড়ে। দীপা গ্রেফতার হওয়ার পরই নতুন করে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য এসেছে পুলিশের হাতে। জেলা পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, "তদন্তে অনেকটা অগ্রগতি এসেছে। আশা করছি, বাকিদের খুব তাড়াতাড়ি আমরা গ্রেফতার করতে পারব।"

জনসংযোগ, ঘোল দুবদা গ্রামে বিধায়ক সমরেশ দাস

এগরা, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : এগরা-২ ব্লকের দুবদা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোল দুবদা গ্রামের সমীর গারুর বাড়িতেই রবিবার সারাদিন কাটালেন এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস। "দিদিকে বলো" - কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে, রবিবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ঘোল দুবদা গ্রামেই কাটালেন বিধায়ক। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বিধায়ক হিসেবে "দিদিকে বলো" কর্মসূচিতে দ্বিতীয়বার কোনও গ্রামবাসীর বাড়িতে রইলেন তিনি। গ্রামের সাধারণ মানুষের বাড়িতে এদিন দুপুরে ও শনিবার রাতের খাওয়াও সারেন সমরেশবাবু। রবিবার মধ্যাহ্নভোজন সারেন দলীয় কর্মী সমীর গারুর বাড়িতেই। রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ ঘোল দুবদা গ্রামে পৌঁছে যান সমরেশবাবু। সেখানে ছিলেন নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা। কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিধায়ক প্রথমে ঘোল দুবদা গ্রামের বিভিন্ন দোকানদারদের সঙ্গে তাঁদের সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। পরে রাজীব বর, স্বপন বর, আনন্দমোহন খাটুয়া, দিলীপ বর, শান্তনু প্রধান, রাজীব জানা, বর পাড়ায় একাধিক বৈঠকের পাশাপাশি জনসংযোগ সারেন সমরেশবাবু। ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য পার্থসারথি দাস, দুবদা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাধারাণী বর, প্রাক্তন উপ-প্রধান ও অঞ্চল তৃণমূলর সভাপতি খগেন্দ্র নাথ দুয়ারী, দলের ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার দুয়ারী, এগরা-২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অনিল বর, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মৃণালকান্তি জানা, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শুভঙ্কর বর ও বিজয়া নায়ক, বুথ সভাপতি ঘনাশ্যাম গারু ও স্বপন বর, নীলাঞ্জন মাইতি ও অশোক মাইতি প্রমুখ। ঘোল দুবদা গ্রামের তফসিলি অধ্যুষিত পাড়ায় দিলীপ বরের বাড়িতে প্রথম বৈঠক করেন বিধায়ক।

সেখান থেকে যান স্বপন বর, আনন্দময় খাটুয়ার বাড়িতে। বাসিন্দাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন। বেশিরভাগ গ্রামবাসী মোরাম রাস্তা ঢালাই করার আবেদন জানান। বাংলা আবাস যোজনায় বাড়ি পাওয়া যাবে কি না, সেই প্রশ্নই ছিল বেশি।সব প্রশ্নের উত্তর দেন বিধায়ক।

সমরেশবাবু জানান, 'আমি খুব খুশি। কর্মীদের সঙ্গে সারাদিন কাটাতে ও গ্রামবাসীর বাড়িতে রাত্রিযাপনে কোনও অসুবিধা হয়নি। গ্রামের মানুষ যেভাবে আমাকে আপন করে নিয়েছেন তাতে আমি অভিভূত।' জেলা সিপিএম নেতা মামুদ হোসেন কটাক্ষ করে বলেন, 'জনসংযোগ আর "দিদিকে বলো"- কর্মসূচি করে তৃণমূলের কোনও লাভ হবে না। ২০১৯ এর পর থেকে তৃণমূলের কাম ডাউন শুরু হয়ে গেছে।' জেলা বিজেপি নেতা আনিসুর রহমান বলেন, 'এতদিনের পরে কি তৃণমূলের জনসংযোগের কথা মনে পড়ে গেল! যতই লম্ফঝম্প করুক কোনও লাভ হবে না। ২০২১ এ সারা বাংলা থেকে তৃণমূল দলটাই পুরোপুরি মুছে যাবে।'

তেজপুরে সড়ক দুর্ঘটনা, হত যুবক

তেজপুর (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : তেজপুরের পলোফিল্ড এলাকায় আজ রবিবার বিকেলে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় জনৈক যুবকের অকালে মৃত্যু হয়েছে। নিহত যুবকের নাম আব্দুল মজিদ চৌধুরী।

ঘটনা তেজপুরের পলোফিল্ড এলাকায় নির্মীয়মাণ রাস্তায় সংঘটিত হয়েছে। রাস্তায় শ্রমিকদের কাজে বিঘ্ন যাতে না ঘটে সেজন্য এপার-ওপার একটি রশি বেঁধে রাখা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত ওই রাস্তায় তখন স্কুটারে যাচ্ছিলেন আব্দুল মজিদ। রশিটি তিনি দেখেননি। ফলে যা ঘটার, রশির সংস্পর্শে এসে ছিটকে পড়েন স্কুটার আরোহী আব্দুল। স্থানীয় জনতা আহতকে নিয়ে যান তেজপুর কনকলতা অসামরিক হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

যথারীতি আহত আব্দুল মজিদকে গুয়াহাটি নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু রাস্তায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন আব্দুল মজিদ চৌধুরী। এদিকে স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ, নির্মীয়মাণ রাস্তায় ঠিকাদার যদি রশিটি বেঁধে না রাখতেন তা-হলে আব্দুলের অকালে মৃত্যু হত না।

অরুণাচলের চাংলাঙে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ আলফা (স্বা)-এর দুই ক্যাডার আটক

তিনসুকিয়া (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলার সীমান্তবর্তী অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং নামপুঙে সেনাবাহিনীর উগ্রপন্থী বিরোধী অভিযানে ইউনাইডেট লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম স্বাধীন (আলফা-স্বা)-এর দুই ক্যাডার আটক হয়েছে। ভারতীয় সেনা এবং সিআরপিএফ-এর অভিযানে আটক দুই আলফা-স্বাধীন ক্যাডারকে ডিব্রুগড় জেলার রাজগড় এলাকার মিণ্টু তাঁতি এবং লখিমপুর জেলার বিহপুরিয়ার কাকু বরা ওরফে রাজু অসম বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

আটক আলফা ক্যাডারদের হেফাজত থেকে তিন রাউন্ড সক্রিয় গুলি-সহ একটি ৯ এমএম পিস্তল, চার রাউন্ড সক্রিয় গুলি-সহ একটি পয়েন্ট (.) ৩২ পিস্তল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সেনা সূত্রে জানানো হয়েছে। এদিকে সেনাবাহিনী ধৃত দুই আলফা-স্বাধীন ক্যাডারকে নামপুং থানা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছে। পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

৩৭ তম জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা

বাঁকুড়া, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়া জেলা যোগ অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় এবং বাঁকুড়ার নেহরু যুব কেন্দ্রের সহায়তায় ৩৭ তম জেলা যোগাসন প্রতিযোগিতা বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজ সেবী বিষ্ণু বাজোরিয়া। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৯৭ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়।

সাধারণ সম্পাদক রবীন মন্ডল ও যোগ প্রশিক্ষক অমরেশ গায়ন জানান, মোট পাঁচটি বিভাগে প্রতিযোগীতা হয়। বিভিন্ন বিভাগ থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন রুদ্রপ্রতাপ সিংহ, সৃজা সরকার, প্রিয়াংস সেন, সমৃদ্ধি পরমানিক, অন্বেষা ভান্ডারী, যীশু বাস্কে, সায়রী ভদ্র, শুভজিৎ ঘোষাল, মনন বিশ্বাস এবং প্রীতি শীট। প্রতিযোগিতার শেষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পৌরপ্রধান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অনিমেষ চৌধুরী সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি উজ্জ্বল গঙ্গোপাধ্যায়।

বিজেপি সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়েছে, আমাদের কাজ তাদের নরায় সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা, ঝাড়গ্রামে শুভেন্দু

ঝাড়গ্রাম, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : বিজেপি সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়েছে। আমাদের কাজ সেই সমস্ত মানুষজনকে পুনরায় সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। রবিবার ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লক আয়োজিত এক কর্মী সম্মেলনে এ কথা বলেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী তথা ঝাড়গ্রাম জেলার তৃণমূলের অবজারভার শুভেন্দু অধিকারী।

রবিবার বিকেল তিনটের কিছু পরে সাঁকরাইলের রোহিণীতে এই কর্মী সভা শুরু হয়। শুভেন্দুবাবু এই কর্মীসভায় অঞ্চল ভিত্তিক তৃণমূল নেতৃত্ব, পঞ্চায়েত সদস্য, পঞ্চায়েত প্রধান, ব্লক সভাপতি, যুব সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব প্রত্যেকের সঙ্গে এদিন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পাশাপাশি উন্নয়নের বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেন। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এবং নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য প্রধানদের অভাব-অভিযোগ শোনার পাশাপাশি তিনি তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে এলাকার পরিস্থিতির খোঁজখবর যেমন নেন, তেমন তাদের মাথা উঁচু করে সাহসের সঙ্গে এলাকায় রাজনৈতিক কাজকর্ম এবং উন্নয়নের যাবতীয় কাজকর্ম করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার কথা বলেন।

শুভেন্দুবাবু দলীয় কর্মীদের আরও জানান, কোনও রকম ঘটনা ঘটে তাহলে তারা আর বাইরে বেরোতে পারবে না। একবার ঢুকবে কিন্তু আর বেরোতে পারবে না। এক তৃণমূল নেত্রী তথা পঞ্চায়েত প্রধান শুভেন্দুবাবুকে বাংলা আবাস যোজনার বাড়ির পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বলায় শুভেন্দুবাবু বেশ কিছুটা বিরক্ত হন। শুভেন্দুবাবু প্রধানকে জানান যে, আগে নিজে জানুন কোন প্রকল্পের কি নাম। ২০১২ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিঙ্গুর, উত্তরবঙ্গের চা বাগানের শ্রমিক এবং জঙ্গলমহলের জন্য স্পেশাল রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করেছিল। তখন বিজেপির কোন নামগন্ধ ছিল না। ২০১৩ সালের পরে খাদ্য সুরক্ষা আইন চালু হয়। তার আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পেশাল রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কন্যাশ্রী প্রকল্প অনেক আগের। ওরা কন্যাশ্রী প্রকল্পের নাম ভাঙ্গিয়ে বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও নাম দিয়েছে। আপনি আগে নিজে জানুন, তারপর এলাকার মানুষকে বলুন। এলাকার মানুষকে ওরা ভুল বুঝিয়েছে। আপনি সঠিকটা বোঝাতে পারেননি, এটাই দুর্বলতা। মানুষকে সঠিক বুঝিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

শুভেন্দুবাবু এদিন আরও বলেন, আমাদের দুর্বলতা ছিল সে জন্যই নির্বাচনে পরিস্থিতি এইরকম হয়েছে। পুলিশের উপর নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ লোক আনবে তারপর সভা হবে। দেহ-মন-প্রাণ নিয়ে যারা দলে আসবে তাদের দলের স্বাগত। নির্বাচিত সদস্য যদি দল ত্যাগ করে তবে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। কোনও চাপের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। লক্ষ্মীপুজো এবং কালীপুজোর মাঝে সাঁকরাইল একটি বড় জনসভা করব। আপনাদের কোথাও কোন সমস্যা হলে আপনারা দ্রুত সোমনাথবাবুকে জানাবেন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ঝাড়্গাম জেলা তৃণমুলের সভাপতি বীরবাহা সরেন, জেলা কোর কমিটির সদস্য প্রসুন ষড়ঙ্গী, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কার্যনিবাহি সভাপতি নির্মল ঘোষ, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক চুড়ামনি মাহাত সহ ব্লকের একাধিক তৃণমুলের নেতা নেত্রীরা।

বিনপুরে রাস্তা পারাপারের সময় বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

ঝাড়গ্রাম, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : বীজ তলা ধনের চারা নিয়ে রাস্তা পারাপার করার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে এদিন রবিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থানার হাসপাতাল মোড় এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে মৃত ওই ব্যক্তির নাম সীতানাথ চালক (৫০)। বাড়ি আউলিয়া গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন জমি থেকে বীজ তলা নিয়ে রাস্তার ওপারের জমিতে নিয়ে আসছিলেন সীতানাথবাবু। পিচ রাস্তা পারাপার করার সময় দহিজুড়ীর দিক থেকে আসা একটি মোটর বাইক সীতানাথবাবুকে ধাক্কা মারলে ছয়ের পাতায়

স্বামীর পরকীয়ায় আত্মঘাতী স্ত্রী, আটক দুই

মেদিনীপুর, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক মেনে না নিতে পেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন গৃহবধূ উ রবিবার এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরের আবাসিক এলাকায় উ এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ মৃতার স্বামী ও শাশুড়িকে আটক করেছে।

স্বামী লুকিয়ে কোনও এক মহিলার সঙ্গে প্রেম করছেন। স্বামীর সেই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেননি স্ত্রী। প্রতিবাদ করায় অন্য ঘরে ঘুমাতেন স্বামী। স্ত্রী বুঝতে পারেন লুকিয়ে গভীর রাতে ওই মহিলাকে ফোন করছেন স্বামী। মেদিনীপুর শহরে রবিবার সকাল থেকেই এই ঘটনার জেরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য কলহ লেগে যায়। শেষমেশ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হন স্ত্রী। মৃতা গৃহবধূর নাম দেবযানী দাস (৩৮)। মেদিনীপুর শহরের আবাসিক এলাকার ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ স্বামী সৌরভ দাস ও শাশুড়িকে আটক করেছে।

মৃতার একমাত্র মেয়ে সোমদত্তা দাস, মাত্র ৯ বছরের। এদিন সোমদত্তা জানায়, 'রুপা নামের কোনও এক মহিলার সঙ্গে বাবা গোপনে কথা বলতো। এই নিয়ে বাবা-মায়ের মধ্যে দীর্ঘদিনের গন্ডগোল। এই গন্ডগোলের জেরে বাবা পাশের ঘরে গিয়ে একা ঘুমাত। শনিবার গভীর রাতে মা ঘুম ভেঙে উঠলে বুঝতে পারে বাবা লুকিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলছে ফোনে। এর জেরেই সকাল থেকে গন্ডগোল শুরু হয়েছিল। আমাকে অঁকার ক্লাসে পাঠিয়ে দেওয়ার পর গন্ডগোল শুরু হয়। আমি ক্লাস থেকে এসে জানতে পারি মা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, দীর্ঘক্ষণ দরজা খোলেনি।' দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হয় তার মায়ের ঝুলন্ত দেহ।প্রতিবেশীরা জানান, 'এদিন এই গন্ডগোলের মাঝেও শাশুড়ি ছেলের হয়ে বৌমাকে বকাবকি করছে। এর জেরেই হয়তো ঘটে যায় দুর্ঘটনা।' ঘটনার খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করেছে। শাশুড়ি ও স্বামীকে আটক করে জেরা শুরু করেছে পুলিশ।

বেহালায় মহিলা হত্যাকাণ্ড খুন করে দেহ লোপাটের ছক মেয়ে-জামাইয়ের পুলিশের তদন্তে

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : রবিবার সকালে পর্ণশ্রীর বকুলতলা এলাকার একটি বহুতলের পাশে এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারে পর্ণশ্রী থানার পুলিশ তদন্তে নেমে মৃতার মেয়ে ও জামাইকে আটক করে। সাতসকালে মৃতদেহ উদ্ধারের তদন্তে নেমে তদন্তকারীদের খটকা লেগেছিল। অবশেষে সেই ধারণাই সত্যি হল।

প্রতিবেশীর বয়ান ও ভিডিওতেই স্পষ্ট হয়ে গেল, বেহালার বকুলতলায় মহিলাকে খুন করে আসলে দেহ লোপাটের চেষ্টা করেছিল মহিলার মেয়ে ও জামাই। তাঁদের ইতিমধ্যে আটক করেছে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে মৃতার স্বামীর এখনও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

প্রতিবেশীর বয়ান অনুযায়ী, গভীর রাতে তিনি ও তাঁর স্বামী বাইরে কিছু পড়ার আওয়াজ পান। তড়িঘড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এসে ওই মহিলার মেয়ে-জামাইকে দেখেন, ফ্ল্যাটের গ্যারেজ খোলার চেষ্টা করছে দুজনে। আর রাস্তায় পড়ে চাদরে জড়ানো একটা কিছু। কিন্তু, তাঁদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চাদরে জড়ানো ওই জিনিসটা সাইকেলে তোলার চেষ্টা করে জামাই। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই উলটে যায় সাইকেলটি। এরপরই সাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায় জামাই। তবে, মহিলার মেয়ে তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল। ফোন করতে দেখা যায় ওই যুবতীকে। ঘটনার কিছুটা ওই প্রতিবেশীরা ভিডিও করে রাখেন।

জানা গিয়েছে, ওই পরিবারের কেউই পাড়ায় তেমন মিশতেন না। তবে মৃত মহিলার মেয়ে এর আগে একবার চুরির জন্যে ধরা পড়েছিলেন। তবে এমন মারাত্মক ঘটনা তাঁরা কেন ঘটাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছে সবজি কাটার ছুরি।

চাদর জড়ানো মহিলার দেহ উদ্ধারকে ঘিরে সাতসকালে চাঞ্চল্য ছড়ায় বেহালার বকুলতলায়। দেহের পাশ থেকে একটি ট্রলি ব্যাগও উদ্ধার হয়। রবিবার সকালে বকুলতলার অনিন্দিতা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে শম্পা চক্রবর্তী (৪৭) নামে এক মহিলার গলা কাটা দেহ উদ্ধার হয়। এমনকি খুনের পর ওই দেহ লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছিল।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সিপিআই(এম) কমিটির সাধারণ সভা

তমলুক, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সিপিআই(এম) কমিটির ডাকে খঞ্চি বাজারে কয়েকহাজার পার্টি সদস্য, গণ সংগঠনের নেতৃবৃন্দদের নিয়ে একটি সাধারণ সভা আয়েজিত হয় রবিবার।

সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক নিরঞ্জন সিহি। বক্তব্য রাখেন সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রবীন দেব, হিমাংশু দাস প্রমুখ।

রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র এদিনের সভার ভাষণে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের ধর্মীয়মেরুকরনের রাজনীতি, কাশ্মীরে দমন-পীড়ন নীতি, সাংগঠনিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ৩৭০ ধারা বিলোপ, কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী ও শ্রমিক বিরোধী নীতি, জলের দরে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বিক্রয়, কর্পোরেট, পুঁজিপতি ও বহুজাতিক সংস্থার কাছে নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণের নীতির বিরুদ্ধে পার্টিকর্মীদের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। দেউলিয়া অর্থনীতি ও কর্মসংকোচনের কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে হবে। রাজ্যে তৃণমূলের নেতা কর্মীদের কাটমানি নেওয়া থেকে শুরু করে দুর্নীতির জেরে সাধারণ মানুষ দিশেহারা ও বিপর্যস্ত। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সাম্প্রদায়িক নীতির মাধ্যমে বিজেপির উত্থানের পথকে ত্বরান্বিত করছে তৃণমূল।' সিপিআই(এম) কর্মীদের রাস্তায় নেমে উভয় শক্তির বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

দীঘায় দুটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ : আহত ৬

দীঘা, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : পর্যটক বোঝাই গাড়ির সঙ্গে মাছ বোঝাই পিক আপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ। সংঘর্ষের জেরে আহত ছয়। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দীঘা নন্দকুমার জাতীয় সড়কের হেঁড়িয়ার মাতঙ্গিনি নার্সিংহোমের কাছে। রবিবার দুপুর ১২টা নাগাট পর্যটক বোঝাই গাড়ির সঙ্গে মাছ বোঝাই গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনার পর অবরুদ্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। সেখানে তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক দু"জনকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করার পরামর্শ দেন। জানা গিয়েছে, কলকাতার থেকে একটি গাড়িতে দীঘা বেড়াতে এসেছিলেন বেশ কয়েকজন পর্যটক। গাড়ির সকলেই কলকাতার বাসিন্দা। উল্টো দিক থেকে সামুদ্রিক মাছ নিয়ে আসছিল পিক ভ্যানটি। দুটি গাড়ি মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

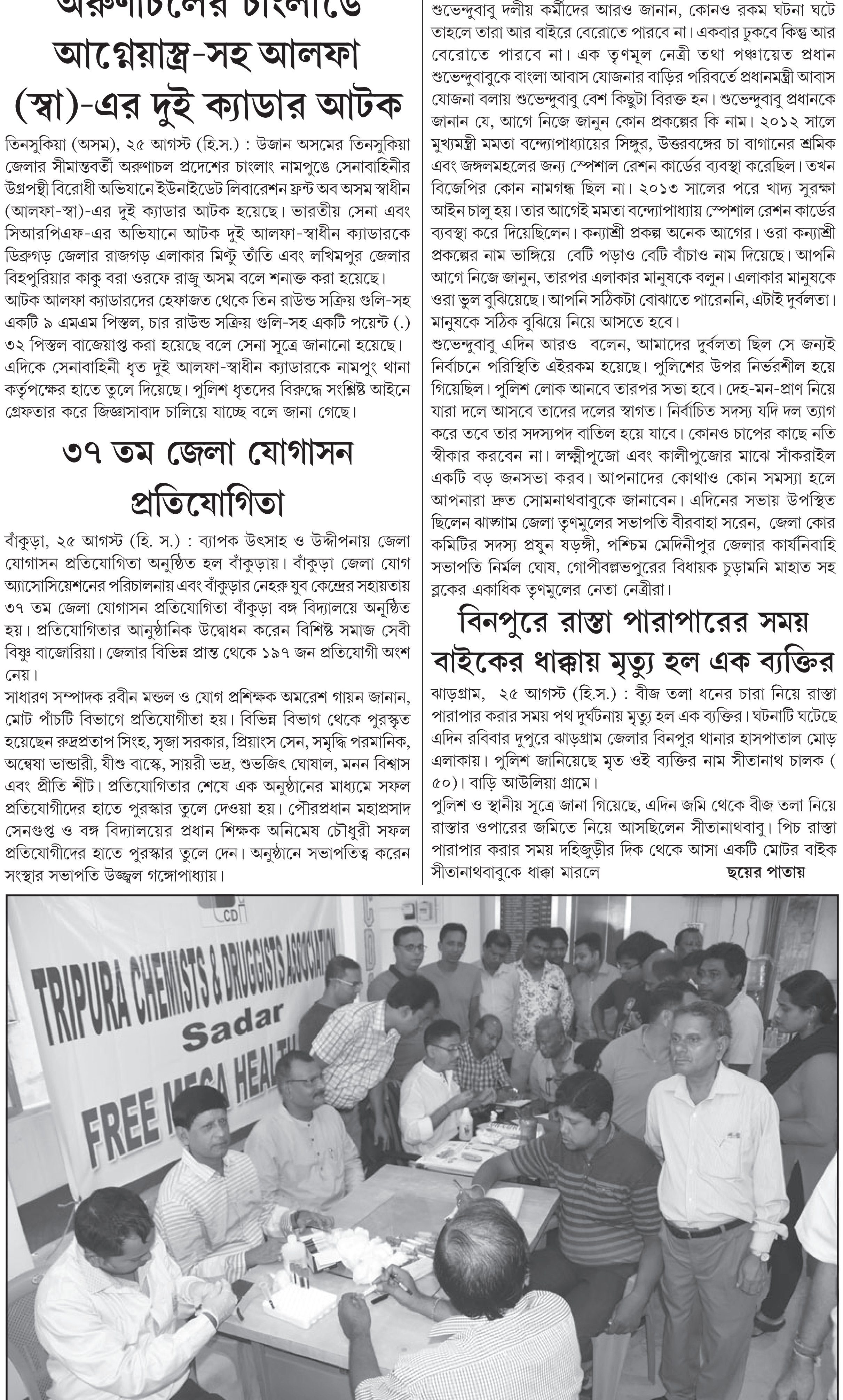

রবিবার রাজধানীতে ক্যামিস্ট এন্ড ড্রাগিস্ট বিনা খরচায় চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ধুলোময়লা র দাপটে ত্বকের লাবণ্য হারিয়ে যাওয়ার মুখে

রোদের প্রচন্ড তাপ, বাইরের দূষিত আবহাওয়া ও ধুলোময়লার দাপটে ত্বকের লাবণ্য হারিয়ে গেছে। ত্বকের স্বাভাবিক কোমলতা ও উজ্জ্বলতা হারিয়ে যাচ্ছে। ইউ ভি রে-র প্রভাবে সানট্যান ঘাম ছামাচি হিটর্যাস পিম্পস, অ্যাকানের মতে।

সাধারণত আমরা তিন ধরেনর ত্বকের অধিকারীণী। শুষ্ক ত্বক, তৈলাক্ত ত্বক, স্বাভাবিক ত্বক ও মিশ্র ত্বক। সব কধরনের ত্বকের অধিকারীণীরাই এই সময় নানান সমস্যার শিকার হন। তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যার পড়েন তৈলাক্ত ত্বকের অধিকারীণীরা। সিবাসিয়াম গ্ল্যান্ড অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠেছ এ সময়। ফলে বেশি পরিমাণে সিবাম বেরয়। সহজেই মুখ তেলতেলে হয়ে যায়, সিবাসিয়াম সিবাম বেরয়। সহজেই মুখ তেলতেলে হয়ে যায়, প্যাচপ্যাচ করে, ব্রণ, ক অ্যাকনো ও র্যাশেরে সমস্যা বাড়ে, তখন মুখে বারে বারে ঠান্ডা জলের ঢাপটা দিতে হবে। শুধুমাত্র রোদ থেকে ভাড়ি ফিরেই নয়, সারাদিরে দুই থেকে তিনবার ফেসওয়াশ দিয়ে মুখড পরিশকার করতে হবে। এছাড়া সপ্তাহেক দুই থেকে তিনদি ল্ক্রাবিং তো করতেচই হবে। কেনান পোরস ওপেন হয়ে যাওয়ায় ধুলোবালির পাদটে ব্ল্যাক হেডস হোয়াইট হেডস-এর সমস্যা দেখা দেয়। এর থেকে বাঁচতে সেবদার শাঁস চটকে লাগিয়ে দেখতে পারেন। সবেদা না পেলে পাকাকলাপর সহেগ চিনি মিশিয়ে লাগাতে পারেন। স্ক্রাবার হিসেবে ভালো কাজ দেয় প্যাকটি গরমকালে টোনিং-এর প্রয়োজনে নেই, এই ধারণা নেহাতই ভ্রান্ত। কেনান, ত্বকের পি এইচ ব্যালেন্স নর্মাল রাখতে টোনিং ভীষণই জরুরি। তরমুজের রস, আঙুরের রস তলোয় করে লাগাকে পারেন। নিম ওয়াটার ফ্রিজে রেখে কিউব কৈতরী করেও লাগানো যায়। কিংবা পুদিনাপাতা, নিমপাতা, তুলাসীপাতা হলুদ---হাতের কাছে যা পাবেন, তা গরম জলে ফুটিয়ে রেখে দিন, ঠান্টা করে তবেই লাগাবেন। কর্পূরও টোনার হিসেবে খুব ভালো। এককাপ জলে এক চিমটে কর্পূরও টোনার হিসেবে খুব ভালো। এককাপ জলে এক চিমটে কর্পূর ফেলে ব্যবহার করা যায়।

রোদে পোড়া অর্থাৎ সানাট্যানের সমস্যা দেখা দিলে প্রথমেই স্ক্রাবিং করতে হবে। তারপর টম্যাটোর রস লাগালে ফল পাবেন হাতে হাতেই।ক্যারটসিড অয়েলক (গাজরের নির্যাস) ব্যবহারের ফলেও সানট্যান রিম্যুভ হয়ে যায়।

হিটর্যাশের সমস্যা হলে ডাবের জলবা শাঁস যাই হাতের কাছে পাবেন তাই লাগান। কড়া রোদে ১০ মিনিট থাকলেও ত্বকের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। রোদ সরাসরি গেলে অনেকেরই ত্বক র্যাডিশ হয়ে যায়। তারা কালবিলম্ব না করে বাড়ি ফিরে ডাবের শাঁস লাগালে উপকার পাবেন।

গরমকাল আরও একটা সম,স্য া হচেছ র্যাশ বেরক হওয়া। বিশেষত যে জায়গা ঢাকা থাকে, সেই সমস্ত জাযাঘায় র্যাশ বেশি বের হয়। তাই যে সমস্ত জায়গায় র্যাশ বেশি বেরিয়েছে সেখানে অ্যান্টিসেপিটিকযুক্ত নিমপাতা, তুসীপতা জলে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে লাগাবেন। পরে টেনিং তো করতেই হবে, পাশাপাশি শিমুলগাছের কাঁটা চন্দনপাটায় বেটে লাগালে উপকার পাবেন।

তৈলাক্ত ত্বকের অধিকারীণীরা ব্রণর সমস্যায় ভোগেন বেশি। এক্ষেত্রে অর্জুন গাচের ছাল চন্দনপাটায় বেটে ব্রণ উপর লাগাতে হলে ব্রণ সমস্যা কমবে। তিনভাগ চন্দনের সঙ্গে ভাগ লবঙ্গ বাটা একত্রে মিশিয়ে ব্রণর উপর লাগাল্যে একই ফল পাবেন। ব্রণ সেরে যাবার পর দাগ থেকে যায়। শ্বেতচন্দন বাটা বা সাদা মুলোর রস বা কাঁচা আমের কুসি বেটে দাগের উপর লাগিয়ে দেখুন।

গরমের অন্যতম সমস্যা হল ঘাম। ঘামে শরীরে রোমকূপ বন্ধ হয়ে যায়। তাই চিটচিটে ভাব টাকাতে দিনে স্নান করা উচিত। সাবানের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ক্ষার থাকে তাই ভালো ফলের জন্য বডি শ্যাম্পু বা মাইল্ড সাবান দিয়ে স্নান করলে শরীরে জমে থাকা ময়লা চলে যাবে। এছাড়া দুধের সব, মঝু ও আট মিশিয়ে একটি বডি ্যপাক তৈরী করে লাগান। এই প্যাকের ব্যবাহারে লোমকূপে লুকিয়ে থাকা ময়লাও বেরিয়ে যাবে। ঘামের সবথেকে বড় শত্রু হচ্ছে বাথসল্ট প্রতিদিন বাথসল্ট দিয়ে যদি স্নান করা যায়ষ তাহলেণ শরীরে বেশি ঘাম হবে না। বাজারে এই সময় হরেক করমের এসেনশিয়ার অয়েল পাওয়া যায়। স্নানের জলে ২/৩ ফোঁটা রোজমেরি অয়েল বা ল্যাভেন্ডার অয়েল বা টিট্রি এসেনশিয়াল অয়েল মিশিয়ে স্তান করলে সারাদিরেন সতেজ ভাব বজার থাকবে। নিমপাতা ফোটানেমা জল ঠান্ডা করে স্নানের জণে ফেলে স্নান করতে পারেন। কিংবা পাতিলেবুর খোসা স্নানের জলে দিয়ে স্নান করলে ঘাম কম হবে। ফলে ঘামাচির প্রাদুর্ভার কমে যাবে। যাঁদের ইতিমধ্যে ঘামাচি বেরিয়ে গেছে তাঁরা তেজপাতকে ২০ মিনিট জলে ফুটিয়ে নিন, এবার তা ঠান্ডা করে স্নানের শেষে গায়ে ঢালুন। ঘামাচির হাত থেকে মুক্তি মিলবে, জোর দিয়েই বাল যায়। কর্মসূত্রে যাঁদের সবসময় মোজা পরতে হয় এবং পায়ের পায়ের পাতা বেশি ঘামে, তাঁরা পাযেরক তলায় লবঙ্গ রাখতে পারেন, আঙুলের খাঁজে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল পাউডার লাগিয়ে মোজা পরতে পারেন, হাওয়া পাসে হয় এমন জুতো পরলে উপকার পাবেন।গরম বলে তো আর বিয়েবাড়ি, অনুষ্ঠানবাড়ি কিংবা পার্টিকে যাব না,ক তা তো আর সম্ভব নয়। উৎসবের আঙিনায় নিজেকে অপরূপা দেখতে মেকআপের সাহায্য তো নিতেই হবে। সেক্ষেত্রে প্যানস্টিত দিয়ে মেকআপ করুম। পরে ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার লাগিয়ে সেট করে নিতে হবে, লাইট শেডের আইশ্যাডো ও লিপস্টিক বাছবেন। সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৩ টে পর্যন্ত ইউ-ভি-রে -র প্রভাব বেশি থাকে। তাই বাইরে বেহরনোর আগে অবশ্যই সানস্ক্রিন লাগবেন।পাউ ডার লাগাতে ভুলবেন না যেন।

মোবাইল ফোনের কারণে ঘাড়ে ব্যথা হলে করবেন

মাথা নিচু করে অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারে ঘাড় হয়েছে ব্যথা। প্রতিকারে রয়েছে অনেক পন্থা।

স্মার্ট ফোনের যুগে স্মার্ট হতে গিয়ে অধিকাংশ সময় ঘাড় গুঁজে চোখ ফেলে রাখা হয় মোবাইলের পর্দায় ফলে হতে পারে ঘাড় ব্যথা, হাতে অস্বস্তি। এসব থেকে রক্ষা পাওয়ার কয়েকটি পন্থা জানিয়েছেন ভারতের অ্যাপোলো হাসপাতালের স্পাইন সার্জন ও কনসালটেন্ট আগনিভেশ তিকো এবং ওয়ারাকহার্ড হাসপাতালের জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট'য়ের প্রধান সার্জন নিরাজ কাসাত।

* সঠিক ভাবে বসা ও দাঁড়ানোর অভ্যাস করতে হবে। বসা কিংবা দাঁড়ানো অবস্থায় শরীরের সঠিক অবস্থান ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। দাঁড়ানোর সময় ঘাড় ও শরীর যেন এক রেখায় থেকে সেদিকে নজর রাখতে হবে।

* মোবাইল ফোন ব্যবহারের সময় ঘাড় নিচু বা বাঁকা করে না তাকিয়ে বরং ঘাড় সোজা রেখে ফোনটা চোখ বরাবর নিয়ে আসুন। এতে মাথা ও ঘাড়ের উপর চাপ কম পড়বে।

* স্মার্টফোনে কয়েক মিনিটের বেশি সময় একটানা তাকিয়ে থাকা থেকে বিরত থাকতে হবে। ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটারে কাজ করার সময় প্রতি ২৫ মিনিট পরপর বিরতি নিতে হবে।

* অফিসে কাজ করার সময় আরামদায়কভাবে বসার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। এতে শরীর যেমন ভালো থাকবে তেমনি কাজের গতিও বাড়বে।

*কম্পিউটারে বসে কাজ করার সময় কিছুক্ষণ পরপর ঘাড় ঘোরান। এতে মাংসপেশিগুলো শিথিল হওয়ার সুযোগ পাবে, ব্যথা হওয়ার আশঙ্কা কমবে।

* একই হাতে দীর্ঘসময় কোনো কিছু ধরে রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রয়োজনে হাত বদল করতে হবে বারে বারে।

ঘাড় ও কাঁধের ব্যায়ামগুলো করার মাধ্যমে বেশির শক্তি বাড়বে, অবস্থান সঠিক থাকবে। তাই কাজের ফাঁক ব্যায়ামগুলো করার অভ্যাস করতে হবে।

* ঘাড়ের ব্যথা দূর করতে বরফ কিংবা গরম জল ব্যাগে ভরে স্যাঁক দিতে পারেন। কিছু ফিজিশিয়ান দুই পদ্ধতি ক্রমানুসারে ব্যবহারের পরামর্শও দেন।

* একজন বিশেষজ্ঞ কিংবা ঘরে বসে সাধারণ মালিশ পেশির শক্তভাব ও ব্যথা দূর করতে বেশ কার্যকরী।

* প্রযুক্তি ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচতে কাজে লাগাতে পারেন ওই প্রযুক্তিকেই। কোন অবস্থানে কতক্ষণ বসে বা দাঁড়িয়ে আছেন তার উপর নজর রাখে মেন অ্যাপগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এতকিছুর পরও ব্যথা যদি দীর্ঘদিন ধরে ভোগায় তবে চিকিৎসকের পরণাপন্ন হতে হবে।

গরমে ঘামাচি দূর করতে

গরমে সময় এই সমস্যা বেশি দেখা দেয়। সমাধানের জন্য রয়েছে প্রাকৃতিক পন্থা।

স্বাস্থ্য বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়, ঘামাচি বা গরমের কারণে ফুসকুড়ি হওয়ার প্রধান কারণ বন্ধ হয়ে যাওয়া লোমকূপে আটকে পড়া ঘাম। সমস্যা দূর করার জন্য রয়েছে ঘরোয়া উপায়। ছোলার ময়দা ্য গোলাপ জল ঃ ঘামাচির চুলকানি ও জ্বালাপোড়া থেকে মুক্তি দেয় ছোলার ময়দা। আর ত্বক মসৃণ ও সতেজ করে গোলাপ জল।

একটি পাত্রে দুতিন টেবি চামচ ছোলার ময়দা নিয়ে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল মেশান। ঘামাচি হ্যয়া অংশে এই মিশ্রণ প্রতিদিন ১৫ মিনিট মেখে রেখে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

মুলতানি মাটি ও টক দই ঃ ঘামাচি দূর করতে মুলতানি মাটি ব্যবহার হয়ে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। আর টক দই ত্বকের জ্বালাপোড়া ও অস্বস্তি দূর করে। আর এই দুইয়ে মিলে খুলে দিতে পারে বন্ধ হওয়া লোমকূপ।

এজন্য দুই টেবিল চামচ টক দই ও চার টেবিল চামচ মুলতানি মাটি একটি পাত্রে মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করতে হবে। আক্রান্ত অঞ্চলে এক দিন পর পর ২০ মিনিট ধরে মাখিয়ে রাখতে হবে।

তরমুজ ঃ গ্রীষ্মের তাপ থেকে একটু প্রশান্তি পেতে তরমুজ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন দুই দিকে থেকেই উপকারী। শুধু খেয়ে নয়, মেখেও শান্তি এই ফল।

অর্ধেকটা তরমুজের বী৫জ ফেলে হালকা করে থেতলে ভর্তা বানিয়ে নিতে হবে। ঘামাচি বা ফুসকুড়ি হাওয়ার জায়গায় প্রতিদিন ১৫ থেকে ২০ মিনিট মাখিয়ে রাখলে উপকার পাবেন।

ধনেপাতা ও চন্দন ঃ ধনিয়াতে থাকে জীবাণুনাষক উপাদান আর চন্দন দূর করে ঘামাচির জ্বালাভাব ও চুলকানি ও একমুঠ শুকনা ধনেপাতা, এক টেবিল চামচ চন্দন গুংড়া ও কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল একত্রে মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করতে হবে। ঘামাচি হওয়া অংশে প্রতিদিন একবার মেখে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। তারপর ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

মেহেদির গুঁড়া ঃ এর প্রাকৃতিক 'অ্যাস্ট্রিনজেন্ট' উপাদান রয়েছে ব্যাকটেরিয়ারোধী ও শীতলকারী উপাদান। তিনি থেকে চার টেবিল চামচ মেহেদির গুঁড়া কয়েক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে ঘামাচির ুপর ১৫ থেকে ২০ মিনিট মাখিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

বৃষ্টির দিনে যেভাবে সাজবেন না

বেশ সুন্দর করে কাজল দিয়ে বের হয়েছেন। হঠাৎ বৃষ্টিতে ধুয়ে কাজল লেপটে একাকার! এরকম পরিস্থিতি এড়াতে ভেজা মৌসুমে সাজসজ্জার কিছু পন্থা এড়িয়ে চলুন। সৌন্দর্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে জানানো হয়, বর্ষায় মেইকআপ নষ্ট হয়ে গেলে দেখতে মোটেও ভালো লাগবে না। তাই এমন বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে কিছু বিষয় খেয়াল রাখলেই যথেষ্ট।

কালো কাগজ ঃ চোখ কাগজল বা 'স্মোকি আই' বেশ সুন্দর দেখালেও এই বর্ষায় চোখের কাজল লেপ্টে আশপাশে ছড়িয়ে গেলে দেখতে মোটেও ভালো লাগে না। তাই বর্ষায় কাজল পুরোপুরি এড়িয়ে চলাই ভালো। অথবা ব্যবহার করতে চাইলে 'ওয়াটারপ্রুফ লিকুইড লাইনার' ব্যবহার করা যেতে পারে।

ব্যাংস ঃ সামনের ছোট করে কাটা চুল ব্যাংস নামেই পরিচিত। অন্যান্য সময় এটি বেশ এটি বেশ ভালো মানালেও বর্ষ'ায় আর্দ্রতার কারণে চুল প্রাণহীন হয়ে পড়ায় ব্যাংস এলোমেলো হয়ে যেতে পারে। তাই এমন বেসামাল চুল সামলে রাখতে রাখতে বর্ষায় ব্যাংস এড়িয়ে চলুন।

ফাউন্ডেশন ঃ লিকুউড বা ক্রিম বেইজ ফাউন্ডেশন বৃষ্টির জল অথবা আর্দ্রতার কারণে ফাউন্ডেশন গলে যেতে পারে। এমন সম্যসা এড়াতে বেছে নিতে পারেন বিবি ক্রিম বা তেল ছাড়া কুশন ফাউন্ডেশন।

মাস্কারা ঃ কাজলের মতো মাস্কারা ব্যবহারের কারণেও একই ধরনের সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বৃষ্টির জলে মাস্কারা গলে চোখের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ব্যবহার করতে চলে ওয়াটারপ্রুফ মাস্কারা বেছে নিন।

প্লিটার আইশ্যাডো ঃ চোখের সাজে গ্লিটার আইশ্যাডো দেখতে ভালো লাগলেও এই মৌসুমের জন্য একদমই বেমানান। কারণ আর্দ্র বাতাসের কারণে গ্লিটার ঠিক মতো চোখের পাতায় বসতে চায় না এবং দেখতে ছাড়া ছাড়া দেখায়। আর বৃষ্টি হলে তা পুরো মুখে ছড়িয়ে যেতে পারে। তাই এই মৌসুমে প্লিটার আইশ্যাডো এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের হবে।

ক্রিম বেইজ কনসিলার ঃ আদ্রর্তা এবং গরম আবহাওয়ার কারণে ক্রিম বেইজ কনসিলার সহজেই গলে যায। ফলে মেইকআপ দেখতে বেমাননান দেখায় দিন না পেরোতেই। তাই মেইকআপের বিড়ম্বনা এড়াতে স্টিক কনসিলার বেছে নেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের কনসিলার সহজে গলে না এবং দীর্ঘসময় একই রকম থাকে।

কাজু পেসচা আইসক্রিম উইথ মেল্টেড কচোলেট

গরমে খেতে ভারী মজা এই কাজু আইসক্রিম। শিশু ও বড়দের প্রিয় আইসক্রিম।

উপকরণ ঃ- ঘন ঠান্ডা দুধ—৫০০ মিলি, মিল্কমেড—১ কাপ, কাজুবাদামবাটা—৫০ গ্রাম, পেস্টাবাটা— ৫০ গ্রাম, চকোলেট চিপ্‌স—১ কাপ, মেল্টেড কচেতালেট—১ তাপ, গুঁড়ো চিনি স্বাদমতো, কাজুবাদানি ও পেস্তাতুচি—১ কাপ।

পদ্ধতি ঃ- প্রথমে এতটা পাত্রে দুধ ঢেলে ফুটতে দিন। দুধ ফুটে উঠলে তাতে মিস্লমেড ও গুঁড়ো চিনি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। কয়েক মিনিট পর এতে কাজুবাদামবাটা ও পেস্টাবাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। মিশম্ত্রণটা বেশ ঘন হয়ে এলে এরমদ্যে ১/২ াপ কাজুবাদাম ও পেস্তাতুচি দিয়ে মিশিয়ে নামিয়ে নিন।য তারপর মিশ্রণটা টা বেশ ঘন হয়ে এলে এরমধ্যে ১/২ কাপ

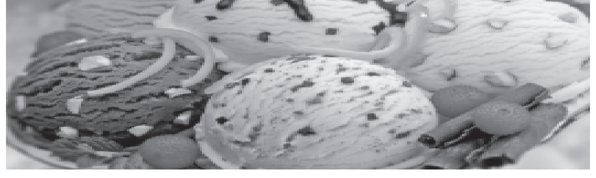

কাজুবাদাম ও পেস্তাতুচি দিয়ে মিশিয়ে নামিয়ে নিন। আচানা করে চকোলেট চিপ্‌স দিয়ে মিশিয়ে ডিহ ফ্রিজে রেখে দিন। জমে গেলে প্রিঝ থেকে বের করে স্কুপ দিয়ে তুলে আইসক্রিম বোলে ঢেলে পরিবেশেন করুন।

পরিবেশন করার আগে আইসক্রিমের ওপর মেল্টেড তকোলেড, বাকি কাজুবাদাম, ও পেস্তাকুচি চুড়য়ে দিতে ভুলবেন না।

রবিবার অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটি আয়োজিত রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। ছবি- নিজস্ব।

যাদবপুরের ইসি থেকে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী মনোজিৎ মন্ডল অপসারিত

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি. স.): যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনমন্ডলি থেকে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী মনোজিৎ মন্ডলকে অপসারিত করা হল। মনোজিৎবাবু ছিলেন ইসি-তে সরকার মনোনীত প্রার্থী। এই অপসারণের নেপথ্যে রাজনৈতিক মহলের একাংশ শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈশাখীর বিজেপি-তে যোগদানের সম্পর্কের ছায়া দেখছেন। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় আগে তৃণমূলের শিক্ষক সেল 'ওয়েবকুপা'-র শীর্ষ নেত্রী ছিলেন। ক্রমে সেই সংগঠন থেকে সরে যান। পরে তিনি একটি কলেজের দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন হন। কিছুকাল ধরে সেখানেও নানা অশান্তি চলছে। এর পর তিনি সম্প্রতি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন।

সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের শিক্ষক সেলের এক প্রাক্তন পদাধিকারী বিজেপি-তে যোগ দিয়েছেন। এই ব্যাপারে আক্ষেপ করে ফেসবুকে ওই শিক্ষকের পাশে দাঁড়িয়েছেন মনোজিৎবাবু। মন্তব্য করেছেন, যাঁরা দলের পুরনো দিনের একনিষ্ঠ সাথী, তাঁরা তৃণমূলে সম্মাণ পাচ্ছেন না। গত ১৬ আগস্ট একমাত্র 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এ এটি বিশদে প্রকাশিত হয়।

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপি-তে নাম লেখানোর জন্য বা তাঁর স্বামী তথা যাদবপুরের অধ্যাপক মনোজিৎবাবুর ওই ফেসবুক পোস্টের সঙ্গে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসি-র সরকার মনোনীত প্রতিনিধির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সম্পর্ক আছে কিনা, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে নানা মহলে। তবে, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় রবিবার কলকাতায় বলেছেন, "আমার যতদূর ধারণা ইসি-র প্রতিনিধি হিসাবে দু"বছর হয়ে গিয়েছিল ওনার। আমার দফতর থেকে তো প্রত্যেক জায়গাতেই পরিবর্তন আনা হয়েছে। শুধু ওনার পদে তো নয় অন্য বিশ্ববিদ্যালয়তেও পরিবর্তন এনেছি। এটা রুটিন, মনোজিৎবাবু বলে এই পরিবর্তনটা হয়েছে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। অন্যদেরও তো সুযোগ দিতে হবে। এর মধ্যে রং খোঁজার ব্যাপার নেই। উনি তো আমাদের সংগঠনেরই যাদবপুরের প্রধান। সুতরাং উনি অপমানিত হবেন, এরকম কাজ হবে না। এর আগেও তো এই দায়িত্বে আর একজন ছিলেন। তিনিও তো চলে গেছেন। তিনি চলে যাবার পরই তো মনোজিৎ মণ্ডলকে ইসি-র সরকার মনোনীত প্রার্থী করা হয়েছিল। নতুন যাকে দায়িত্ব দিয়েছি তিনি তো আরও ভালো। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অসুবিধা কী আছে?

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপি-তে যোগদানের সঙ্গে কি মনোজিৎবাবুর ইসি থেকে অপসারণের সম্পর্ক আছে? প্রশ্নের উত্তরে পার্থবাবু বলেন, মনোজিৎবাবু শোভন চট্টোপাধ্যায় বৈশাখী এঁদের সম্পর্ক নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। সেটা আমার দেখার কাজও নয়। আমার শিক্ষা দফতরের পরিবর্তনের রুটিন মাফিক ফাইল আসে। আমি সই করি। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কোনওদিন ভাবি না।

প্রয়াত অরুণ জেটলিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি করিমগঞ্জ বিজেপি-র

করিমগঞ্জ, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : সর্বজনশ্রদ্ধেয় তথা কুশল রাজনীতিবিদ অরুণ জেটলির প্রয়াণে কেবল ভারতের নয় সমগ্র বিশ্ব রাজনীতিতে এক নক্ষত্র পতন ঘটেছে। ভারতীয় রাজনীতি জগতের অন্যনতম জনপ্রিয় ব্যণক্তিত্বের অকাল প্রয়াণে ব্যরক্তিগতভাবে অত্য ন্ত শোকাহত তিনি। দল মত নির্বিশেষে ভারতবর্ষ মহান নিষ্কলঙ্ক নেতার প্রয়াণে সত্যিরকার অর্থে আজ এক যোগ্যল অভিভাভবককে হারিয়েছে। করিমগঞ্জে দলের জেলা সদর কার্যালয় শ্যা মাপ্রসাদ স্মৃতিভবনে জেলা বিজেপি আয়োজিত প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করতে গিয়ে আবেগের সঙ্গে এই কথাগুলি বলেন পাথারকান্দির প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুখেন্দুশেখর দত্ত।

আজকের শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় সুখেন্দু দত্ত প্রয়াত অরুণ জেটলির বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্যত দিক নিয়ে আলোচনা করে বলেন, ১৯৭৪ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যোলয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর প্রবেশ ঘটে। ১৯৭৫ সালে দেশের কালো অধ্যায় জরুরি অবস্থার তীব্র বিরোধিতা করায় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। আম্বালা ও তিহার জেলে ১৯ মাস কারাবাস যাপন করেন অরুণ জেটলি। কারাবাসে থাকাকালীন নানাজি দেশমুখ, অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আডবাণীর মতো মহান নেতাদের সংস্পর্শে আসেন তরুণ উদীয়মান যুবনেতা অরুণ জেটলি। ১৯৮০ সালে বিজেপি-র সদস্যয়পদ গ্রহণ করে সরাসরি রাজনীতিতে পদার্পণ করেন জেটলিজি। ধীরে ধীরে নিজের প্রখর রাজনৈতিক পারদর্শিতার বলে দলে আলাদা জায়গা করে নেন তিনি।

সুখেন্দুশেখর দত্ত আরও বলেন, দলের কঠিন থেকে কঠিনতম সময়ে বিচলিত না হয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন জেটলিজি। দলের এক সাধারণ কার্যকর্তা থেকে গুজরাটের মুখ্যলমন্ত্রী হয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন নরেন্দ্র মোদীর সাফল্যে র নেপথ্যে ছিল অরুণ জেটলির প্রখর রাজনৈতিক অবদান।

জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য প্রাক্তন মন্ত্রীর প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, জেটলিজির শূন্যয়তা কখনও পূরণ হবার নয়। সদাহাস্যে নিষ্কলঙ্ক এই রাজনৈতিক ব্য ক্তিত্বের অকাল প্রয়াণে দেশ শোকে মুহ্যখমান। মাত্র ৬৬ বছর বয়সে জেটলিজির চলে যাওয়া অত্যণন্ত পীড়াদায়ক। দল ও দেশ আজ এক মহান সুপুত্রকে হারিয়েছে। তাঁর অভাব প্রতি পদক্ষেপে অনুভূত হবে। ছাত্রজীবন থেকেই নিঃস্বার্থভাবে দেশমাতৃকার সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এই মহান নেতা।

এআইডিসি-র চেয়ারমেন তথা প্রাক্তন বিধায়ক মিশনরঞ্জন দাস প্রাক্তন অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী অরুণ জেটলির শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় গভীর শোক ব্য ক্ত করে বলেন, দলের চরম সঙ্কটপূর্ণ সময়ে অবিচল থেকে পরিস্থিতি অনুকূলে রাখতে কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল তাঁর। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দলের একজন দক্ষ সৈনিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন জেটলিজি। ২০১৪ থেকে ২০১৯, এই পাঁচ বছর মোদী মন্ত্রীসভার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে প্রধান ভূমিকায় ছিলেন অরুণ জেটলি। মান্দাতা আমলের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিলুপ্তি ঘটিয়ে নিতি আয়োগ গঠন থেকে শুরু করে জিএসটি বলবৎ করা, বিমুদ্রায়নের মতো সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণে জেটলিজির ভূমিকা ছিল অন্যটতম।

মিশন দাস বলেন, দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করা-সহ রাজনৈতিক পরিক্রমাকে গৌরবের শিখরে পৌঁছে দিয়ে, সমগ্র বিশ্বে ভারতকে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও জেটলিজির অবদান অপরিসীম বলে উল্লেখ করেন মিশনবাবু। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে নিজেকে একজন কলঙ্কহীন স্বচ্ছ রাষ্ট্রনায়কের প্রতীক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছিলেন অরুণ জেটলি। জেটলিজি একজন অত্যন্ত বিনয়ী ও কুশল সাংসদ হিসেবেও সংসদের উভয় কক্ষে আলাদা মর্যাদা পেতেন তিনি। একসময় রাজ্যকসভার বিরোধী নেতা হিসেবেও নিজের কাজকর্মে যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন জেটলিজি।

জেলা বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ দাস প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় শোক ব্যদক্ত করে বলেন, এই অভাব কখনও মেটার নয়। অরুণ জেটলির অবদান দেশবাসীর মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দলের এক শীর্ষ নেতার প্রয়াণে দলীয় এক সাধারণ কর্মী হিসাবে নিজেকে অভিভাবকহীন বলে মনে হচ্ছে আজ।

পূর্ব নির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ী রবিবার বেলা ১-টায় দলের জেলা সদর কার্যালয়ে শুরু হয় প্রয়াত মন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা। জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যেল অনুষ্ঠিত সভায় প্রথমেই প্রয়াত মন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী অরুণ জেটলির জীবনী নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোকপাত করেন নির্মল বণিক, সুদীপ চক্রবর্তী, অমিত পাল, ননীগোপাল দাস, শান্তা চৌধুরী প্রমুখ।

তোলাবাজি থেকে খুন: পুলিশের জালে চুঁচুড়ার ডন টোটন বিশ্বাস

হুগলি, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : প্রকাশ্যে তিনি ব্যবসায়ী, কিন্তু ব্যাবসার আড়ালে চলত বিভিন্ন সমাজবিরোধী কার্যকলাপ। রীতিমত মাইনে দিয়ে রাখা হত তার সাকরেদদের। গত ১৩ ও ১৪ জুলাই চন্দননগর কমিশনারেটের পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায়, চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগরের একটি বাড়িতে জন্মদিনকে কেন্দ্র করে দুষ্কৃতীদের জমায়েত হবে। সেইমত ১৩ জুলাই, রাতে ওই এলাকায় টোটন বিশ্বাসের বাড়িতে আচমকাই হানা দেয় পুলিশ। কিন্তু পুলিশ আসার আগাম খবর পেয়ে আগেই এলাকা থেকে পালিয়ে যায় বাড়ির মালিক টোটন বিশ্বাস।

এরপর ১৪ তারিখ ফের পুলিশ ওই বাড়িতে হানা দেয়, কিন্তু তার আগেই সেখানে বাধার সম্মুখীন হতে হয় পুলিশকে। এমনকি পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলিও চালানো হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ যাতে আর কোথাও যেতে না পারে তার জন্য রাস্তায় টায়ার জালিয়ে অবরোধ করা হয়। সেদিন কয়েকজনকে আটকও করে পুলিশ। কিন্তু মুল পান্ডা টোটন অধরা থেকে যায়।

এরপর থেকেই টোটনকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতে পুলিশ। অবশেষে শনিবার রাতে সূত্রে মারফত খবর পেয়ে চুঁচুড়ার ফার্ম এলাকা থেকে পুলিশ টোটন সহ আরও দু"জন প্রবীর মন্ডল এবং কিশোর বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিপি হুমায়ন কবির ধৃতদের কাছে থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলি দেখান। এর মধ্যে ৯ এমএম ৫টি বন্দুক ও ১৮টি গুলি, ৭ এমএম ৪টি বন্দুক ও ১৪টি গুলি, ৮ এমএম পিস্তল, ৪ টি গুলি ও একটি কারবাইন ছিল। সিপি বলেন, 'টোটন একজন সুপারি ব্যবসায়ী। কিন্তু এর আড়ালে ছিনতাই, ডাকাতি, খুন সহ বিভিন্ন সমাজবিরোধী কাজকর্মে সে যুক্ত। গত দুবছর আগেই সে জামিনে বাইরে এসেছে। হুগলি জেলায় তার নামে একাধিক মামলা তো রয়েছেই এর পাশাপাশি অন্য জেলাতেও বিভিন্ন থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে।' বহুদিন ধরেই হুগলির চুঁচুড়া সহ ব্যান্ডেলের একাধিক জায়গায় সমাজ বিরোধীদের বাড়বারন্তের ফলে নানা সময়ে খুন, তোলাবাজি সহ একাধিক কার্যকলাপে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় হুগলি জেলা পুলিশ সহ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটকে। বদল করা হয় সিপি সহ বেশ কিছু পুলিশ কর্তাকে। এর আগে বিভিন্ন দুস্কৃতীরা পুলিশের জালে এলেও দমানো যায়নি অসামাজিক কার্জকলাপ।

নকশাল আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সন্তোষ রানার স্মরণসভার আয়োজন করল তৃণমূল কংগ্রেস

ঝাড়গ্রাম, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : নকশাল আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বিধায়ক তথা লেখক সন্তোষ রানাকে স্মরণ করল তৃণমূল কংগ্রেস ঊ রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়ের সভাঘরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এদিনের স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু ও তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ দোলা সেন, নকশাল নেতা প্রদীপ সিং, প্রনব সাউ, লেবা টুডু সহ একাধিক নকশাল নেতা নেত্রী ও বিশিষ্ট মানুষজনেরা।

স্মরণ সভায় কারিগরি দফতরের মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু বলেন, রাজনৈতিক জীবনের প্রথমদিকে সন্তোষ রানা ছিলেন তাদের অগ্রণী। তার রাজনৈতিক চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা অনেকটা এগিয়েছি। তার রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা ছিল অন্য মাত্রার। প্রসঙ্গক্রমে পূর্ণেন্দুবাবু বলেন, রাজ্যে বামেদের বোধোদয় আজও হয়নি। ওরা ভাবছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। সেই ভুল তারা বুঝতে পারছে না। অন্যদিকে ধর্মঘটের মত অস্ত্রকে বারেবারে ব্যবহার করা হচ্ছে যা কোন কাজেই আসবে না। ঠিকা চুক্তিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ১৭৮ টাকা। তারা যদি হঠাৎ করে আন্দোলন শুরু করে ১৮ হাজার টাকা চায় তা কিভাবে সম্ভব। আমি গান্ধী মূর্তির পাদদেশে গিয়েছিলাম, আমাকে দেখে ওরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছে তার আগে ওরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন। এই সমস্ত আন্দোলনের নামে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ২৯ জুন নকশাল নেতা সন্তোষ রানা প্রয়াত হন ঊ তাকে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে এদিন রবিবার আয়োজিত স্মরণসভায় তার রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের বিভিন্ন দিক ও প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন বক্তারা।

পুনর্মিলন উৎসব বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

মেদিনীপুর, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের অ্যালুমনি অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় হলে তৃতীয় পুনর্মিলন উৎসব আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রাক্তন স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ছাত্র মামুদ হোসেন। ১৯৮৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ৭ জন ছাত্রছাত্রী ও ৫ জন অধ্যাপক নিয়ে পথচলা শুরু হয়। ৩৪ বছর পরে এই বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় মহীরূহতে পরিণত হয়েছে। অর্থনীতি সহ অন্যান্য বিভাগের নামডাক আজ দেশজোড়া।

এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দেন বিভাগীয় প্রধান ও অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তথা প্রাক্তন ছাত্র ও অধ্যাপক পিনাকী দাস। অনান্যদের মধ্যে স্মৃতিচারণ করেন সভাপতি মামুদ হোসেন, সহ-সভাপতি সুদেব ঘোষ, অধ্যাপক ড: শচীনন্দন সাউ, অধ্যাপক ড: পূর্নেন্দু শেখর দাস, অধ্যাপক ড: শঙ্কর মজুমদার, অধ্যাপক ড: দেবাশিস মণ্ডল প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের স্মারক, পুষ্পস্তবক ও বিদ্যাসাগর রচনাবলী দিয়ে সম্বর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান সহ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবসের আগে এগরায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রস্তুতি সভা

এগরা, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : আগামী ২৮ আগস্ট প্রতিষ্ঠা দিবসের আগে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রস্তুতি সভা হল এগরার বালিঘাইতে। এগরা-২ ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে পঞ্চায়েত সমিতির সভাগৃহে রবিবার এই সভার আয়োজন করা হয়।

দলীয় সূত্রের খবর, আগামী ২৮ আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমর্থনে এই সভা। এদিনের সভায় কয়েকশো তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী-সমর্থকেরা সামিল হন। পাশাপাশি এদিন বালিঘাইতে একটি মিছিলেরও আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভানেত্রী অন্বেষা জানা, দলের ব্লক সভাপতি দেবকুমার দোলাই, সম্পাদক সঞ্জয় মান্না, মহকুমা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি উদয় পাল, জেলা নেতা মহাদেব মাইতি, ছাত্র নেতা অর্ধেন্দু সিংহ, এগরা-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি স্বরাজ খাঁড়া, ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি রাজকুমার দুয়ারী, কার্যকরী সভাপতি স্বপন পাত্র, দেশবন্ধু গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান আলোক মহাপাত্র, ব্লকের কোর কমিটির সদস্য শ্রীমন্ত মান্না প্রমুখ।

পাক সেনার গুলিতে শহিদ জওয়ান রাজীব থাপার দেহ ফিরল আলিপুরদুয়ারের বাড়িতে

আলিপুরদুয়ার, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : অবশেষে কাশ্মীরে পাক সেনার গুলিতে শহিদ জওয়ান রাজীব থাপার কফিনবন্দি দেহ ফিরল আলিপুরদুয়ারের বাড়িতে। রবিবার সকালে আলিপুরদুয়ারের কালচিনিতে বাড়ির পাশের মাঠে হেলিকপ্টার থেকে নামানো হয় রাজীবের কফিনবন্দি দেহ। সেখানেই গান স্যালুটের মাধ্যমে রাজীব থাপাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সেনা জওয়ানরা। গোর্খা রেজিমেন্টের বীর যোদ্ধাকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে এদিন জড়ো হন হাজার হাজার মানুষ।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোর্খা রেজিমেন্টের জওয়ান ছিলেন বছর চৌত্রিশের রাজীব। বেশ কিছুদিন ধরে কাশ্মীরে পোস্টিং ছিলেন। সেনাবাহিনী সূত্রে খবর, শুক্রবার কাকভোরে কাশ্মীরের নৌশেরা সেক্টরে জওয়ানদের লক্ষ্য করে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে গুলি চালাতে শুরু করে পাক সেনা। পালটা জবাব দেন সেনাবাহিনীর গোর্খা রেজিমেন্টের জওয়ানরাও। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দু'পক্ষের মধ্যে চলে গুলির লড়াই। সেই সময়ই গুলিবিদ্ধ হন জওয়ান রাজীব থাপা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় ওই জওয়ানের।

নিয়ন্ত্রণরেখায় গুলির লড়াইয়ে রাজীব থাপার মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসতেই শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে আলিপুরদুয়ারের কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগান এলাকা। দু'মাস আগেই যিনি বাড়ি এসেছিলেন, তাঁর নিথর দেহ ফিরবে তা মেনে নিতে পারছিলেন না কেউই। গুলিবর্ষণের ২ দিন পর রবিবার সকালে আলিপুরদুয়ারের মেচপাড়ার বাড়িতে ফেরে রাজীব থাপার দেহ। বাড়ির পাশের মাঠে নামানো হয় কফিনবন্দি রাজীবকে। কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবেশীরাও আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়েন। শেষশ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হন প্রচুর মানুষ।

চলতি বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে হামলা চালিয়েছিল পাক জঙ্গিরা। প্রাণ হারিয়েছিলেন ৩৯ জন জওয়ান। সেই সময় শহিদ হয়েছিলেন এ রাজ্যের বাবলু সাঁতরা ও সুদীপ বিশ্বাস নামে দুই জওয়ান। সেই ঘটনার পর মাস ছয়েক ঘুরতে না ঘুরতেই ফের কাশ্মীরেই শহিদ হলেন এ রাজ্যের আরও এক জওয়ান।

দুর্গাপুরে রহস্যজনকভাবে উধাও হোটেল ব্যাবসায়ী, লিজে নেওয়া গাড়ি উদ্ধার শহরে

দুর্গাপুর, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : রহস্যজনকভাবে উধাও হোটেল ব্যাবসায়ী। তিনদিন পর লিজে নেওয়া গাড়ি উদ্ধার হল শহরেই তাঁর বাড়ী থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে। রবিবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিল্পশহর দুর্গাপুরে।

উধাও ব্যাবসায়ীর নাম শরাফত আলি। দুর্গাপুর সিটি সেন্টার প্রণবানন্দ অ্যাভিনিউয়ে ভাড়া থাকতেন তিনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের কাছে হোটেল ও রেস্টুরেন্ট রয়েছে তাঁর। এছাড়াও শহরে এক মহিলার কাছ থেকে একটি ইন্ডিকা ও একটি ইন্ডিগো গাড়ি লিজে নিয়েছিলেন তিনি। রবিবার সকালে তাঁর একটি গাড়ি দুর্গাপুর সিটি সেন্টার চতুরঙ্গ মাঠ সংলগ্ন এলাকায় পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিটি সেন্টার ফাঁড়ির পুলিশ।

গাড়ির ভেতরে চটি ও পেছনের সিটে বেশ কিছু কাগজপত্র লণ্ডভণ্ড অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। শরাফতের ভাই বাপী শেখ জানান, 'গত ২২ আগস্ট রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দাদা।

রাত ১১ টার পর তাঁর মোবাইলটি সুইচ অফ হয়ে যায়।' ভাইয়ের দাবি, 'সেদিন রাতে দাদা প্রায় ১২ লক্ষ টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তার পর থেকে আর কোনও সন্ধান মেলেনি। টাকার জন্য কেউ তাকে অপহরণ করে থাকতে পারে।'

যদিও পরিবারের লোকজন নিখোঁজ ডায়েরি করেছেন বলে জানিয়েছে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। এদিকে শরাফতের নিখোঁজে বিস্তর রহস্যের দানা বেঁধেছে।

জানা গিয়েছে, সিটি সেন্টার অম্বুজায় তাঁর একটি বাড়ি লিজে নেওয়া রয়েছে। সেটিতে ভাড়াও বসানো হয়েছে। এদিন উদ্ধার হওয়া গাড়ির মালিক অপর্ণা সাহা জানান, 'গত জুন মাসে দুটি গাড়ি চুক্তিতে নিয়েছিলেন শরাফত। একমাসের ভাড়ার টাকা দিয়ে একটি গাড়ি ফেরতও দেন। আর একটি অর্থাৎ উদ্ধার হওয়া গাড়িটি এই মাসেই ফেরত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তার মধ্যেই এই ঘটনা।'

ডিসি অভিষেক গুপ্তা জানান, 'এখনও পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

ফের হেনস্থার শিকার টেলি অভিনেত্রী

কলকাতা,২৫ আগস্ট (হি.স.) : আরও একবার হেনস্থার শিকার হলেন টেলি সিরিয়ালের অভিনেত্রীঊরবিবার সকালে কসবার একটি পেট্রল পাম্পে গাড়িতে তেল ভরতে গেলে পেট্রোল পাম্পের দুই কর্মী অভিনেত্রী সহ তার বাবা ও বোনের গায়ে হাত তোলেঊ এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ওই দুই পেট্রোল পাম্পের কর্মীকে আটক করে কসবা থানার পুলিশ।

টেলি অভিনেত্রী জুহি সেনগুপ্ত এদিন তার বাবা-মা ও বোনকে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছিলেন।কসবার একটি পেট্রল পাম্পে গাড়িতে তেল ভরার জন্য ঢুকেছিলেন। অভিনেত্রীর অভিযোগ বিবেক কুমার যাদব নামে পেট্রল পাম্পের এক কর্মীকে দেড় হাজার টাকার তেল দিতে বলেছিলেন তিনি। অথচ বিবেক তিন হাজার টাকার তেল দিয়ে দেন। বিষয়টি নিয়ে অভিনেত্রী মৃদু প্রতিবাদ করেন। অভিযোগ, এতেই চটে যান পেট্রল পাম্পের ওই কর্মী। চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দেন। তখনই অন্য এক কর্মী এসে গাড়ির চাবি খুলে নিয়ে যান। তার প্রতিবাদ করলে অভিনেত্রীর বাবা প্রবীর সেনগুপ্তর গায়ে হাত তোলা হয়।অভিনেত্রী তার বাবাকে তো ছাড়াতে গেলে তার বোন ও তাকেও ধাক্কা দেওয়া হয়। অভিনেত্রী জানান তার ও তার বনের হাতে কেটে যায় এই ঘটনায়। এরপরই ১০০ নম্বরে ডায়াল করেন অভিনেত্রী।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থানে আসে কসবা থানার পুলিশ। পুলিশের কাছে ফের মৌখিক অভিযোগ জানায় অভিনেত্রীর পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মহেশ যাদব নামে এক পেট্রল পাম্প কর্মীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পরে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন অভিনেত্রী জুহি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বিবেক কুমার যাদবকেও আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। চাওয়া হয়েছে ওই পেট্রল পাম্পের সিসিটিভি ফুটেজ। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রবিবার ফরেস্ট রেনজার্স অফিসার এসোর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। ছবি- নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হিন্দিতে কিভাবে কথা বললেন বেয়ার গ্রিলস? ”মন কি বাত”-এ জানালেন মোদী নিজেই

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন, বেয়ার গ্রিলস কীভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হিন্দি বুঝলেন! রবিবারের ”মন কি বাত”-এ এবার সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। ”ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড”-এর এপিসোডে একটি কর্ডলেস ডিভাইসের সাহায্যে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করেছেন বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারার, এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার তাঁর ”মন কি বাত”-এ এই গোপন কথা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বললেন, জিম করবেট জাতীয় উদ্যানে দু”জনের কথোপকথন চালাতে বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও জানান, ’যখনই আমি বলছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তা ইংরেজিতে অনুমাদ হয়ে যাচ্ছিল। বেয়ার গ্রিলসের কানে ছোট একটি কর্ডলেস যন্ত্র লাগানো ছিল। তার দ্বারা আমি যা হিন্দিতে বলছিলাম, তিনি তা শুনছিলেন ইংরেজিতে। এইভাবে কথোপকথন খুব সহজ হয়ে যায়। এটা একটা দারুণ প্রযুক্তি।’ তাঁর কথায়, ’এপিসোডটা কি পরে এডিট করা হয়েছিল? এই এপিসোডের জন্য কতবার শ্যুটিং করতে হয়? কীভাবে হয় শ্যুটিং? অনেকেই কৌতূহলের সঙ্গে এ সব প্রশ্ন করেছেন। এতে কোনও সিক্রেট নেই। অনেকের মনেই এই প্রশ্ন ছিল। সে জন্যই এই গোপন কথাটা জানালাম। কোনও সিক্রেট নয়, এটা একেবারেই প্রযুক্তি।

থিম নিয়েও বিজেপি-তৃণমূল তরজা সঙ্ঘশ্রীতে

কলকাতা,২৫ আগস্ট (হি.স.) : গেরুয়া শিবির চেষ্টা করেছিল মুখ্যমন্ত্রীর পাড়া কালীঘাট সঙ্ঘশ্রীর পুজোয় ঢোকারউ কিন্তু অবশেষে কালীঘাট সঙ্ঘশ্রীর পুজোয় গেরুয়া অনুপ্রবেশ ঠেকিয়ে দিয়েছে তৃণমূল।কিন্তু ফের সেই তরজা নারা দিয়েছেউ থিম অনুযায়ী ঠিক হয়েছিল পদ্মফুলের উপর বসবে মা দুর্গাউকিন্তু পদ্ম ফুল দিদির পাড়ার পুজোয় নৈব নৈব চ'উ তাই শেষমুহুর্তে এবার সঙ্ঘশ্রী দুর্গাপুজো কমিটি পাল্টে ফেললো পুজোর থিমউপাল্টে গেলো থিম শিল্পীও।

সঙ্ঘশ্রী দুর্গাপুজো কমিটি প্রথমে ঠিক করেছিল তাদের থিম হবে ‘কাটাকুটির খেলা’উ আর সেখানে মা বসবে পদ্ম ফুলের উপরউকিন্তু পদ্মফুল থাকলে তো চলবে নাউ তাই শেষ মুর্হুর্তে ‘কাটাকুটির খেলা’ বদলে গিয়ে সঙ্ঘশ্রীর এবারের থিম ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’উ থিমে ‘বিজেপি ছোঁয়া’ থাকায় থিম শিল্পীকেও সরিয়ে দিল সঙ্ঘশ্রী। আগে শিল্পী ছিলেন প্রদীপ্ত কর্মকার।কিন্তু প্রদীপ্ত বাবু শেষ মুহুর্তে থিম বদলাতে রাজি হয়নিউ রাজি হয়নি তো কি তাও পদ্মফুলের উপর কিছুতেই মা দুর্গাকে বসানো যাবে না। তাই সঙ্ঘশ্রীর নতুন থিম মেকার সাত্যকি সুর।সাত্যকি বাবুর থিমে থাকবেনা পদ্ম ফুলউ সঙ্ঘশ্রী দুর্গাপুজো কমিটি এবার ফুটিয়ে তুলবে ‘সবার উপরে মানুষ সত্য’।

‘বিগ বসে’-র নয়া অতিথী এবার স্বস্তিকা

কলকাতা,২৫ আগস্ট (হি.স.):এবার হিন্দি ‘বিগ বস’ সিজন ১৩-এর অতিথি হয়ে আসছেন টলিউডের বোল্ড অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। ‘বিগ বস’ সিজন ১৩-এ যে দর্শকদের জন্য চমক থাকছে, সেখবর আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল।তবে,এই চমকেউচ্ছ্বসিত দর্শকরা উ সেপ্টেম্বরেই শুরু হতে চলেছে ‘বিগ বস’ সিজন ১৩উ

প্রতিবছর অতিথিদের নাম গোপন রাখতে কোনও রকম খামতি রাখেন না রিয়ালিটি শোর নির্মাতারা। তবে এবার ফাঁস হল ‘বিগ বস’ সিজন ১৩-র অতিথি তালিকা। সূত্রের খবর অনুযায়ী সম্ভাব্য তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁরা হলেন- বলিউড অভিনেত্রী জারিন খান, বাঙালি অভিনেতা জিৎ,বাঙালি অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, অভিনেতা চাঙ্কি পাণ্ডে, রাজপাল যাদব, মডেল ওয়ারিনা হুসেন, হিন্দি ধারাবাহিকের জনপ্রিয় তারকা দেবলীনা ভট্টাচার্য, ‘মণিকর্নিকা’-অভিনেত্রী অঙ্কিতা লোখান্ডে, টেলি তারকা রাকেশ বশিষ্ঠ, বিতর্কিত চরিত্র মাহিকা শর্মা, পর্নস্টার ড্যানি ডি, রাজনীতিবিদ রামবিলাস পুত্র তথা সাংসদ চিরাগ পাসওয়ান ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দীঘায় ভরা কোটালে তলিয়ে গেল দুই তলিয়ে গেল এক মহিলা সহ তিনজন, নিখোঁজ একজন

দীঘা, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : দীঘায় ভরা কোটালে তলিয়ে গেল এক মহিলা সহ তিনজন উ এখনও নিখোঁজ একজন উ রবিবার দুটি পৃথক ঘটনায় সমূদ্রে তলিয়ে যান তিনজন। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম শেখ মানিক। বাড়ি বর্ধমানের মেমারি এলাকায়।এখনও পর্যন্ত ওই ব্যক্তির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর সঙ্গে তলিয়ে যাওয়া তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করেছে নুলিয়ারা উ অন্যদিকে, এদিনই নিউ দীঘার ক্ষণিকা ঘাটে স্নানে নেমে তলিয়ে যায় সৌরভ মন্ডল (১৭) নামের এক কিশোর। নুলিয়ারা তাকে উদ্ধার করে ভর্তি করেছে দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে।

রবিবার বেলার দিকে ভরা কোটাল, আর তার সঙ্গে মেঘলা আকাশের জেরে চলছে ঝড়ো হাওয়া, উত্তাল হয়ে উঠেছে দীঘার সমূদ্র। প্রশাসনের তরফে সমূদ্রে নামায় কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকায় বোল্ডার ও কংক্রিটের চাতাল পেরিয়ে সমূদ্রে স্নান করতে নেমে বিপদ ডেকে আনল পর্যটকেরা। রবিবার বেলার দিকে প্রথম ঘটনায় সমূদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান এক দম্পতি উ পরিস্থিতি আঁচ করে নুলিয়ারা তাঁদের উদ্ধারে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহিলাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন উ তবে নিখোঁজ হয়ে যান ওই মহিলার স্বামী। তাঁর নাম শেখ মানিক। বাড়ি বর্ধমানের মেমারি এলাকায়। তাঁর স্ত্রী অনুসূয়া বেগমকে উদ্ধার করেছে কর্তব্যরত নুলিয়ারা। স্নানে নেমে ওই দম্পতি তলিয়ে যাচ্ছিলেন বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকারীরা। নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধানে সমূদ্রে স্পিড বোট নামিয়ে চলছে জোরদার তল্লাশি। তবে এখনও পর্যন্ত ওই ব্যক্তির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, এদিনই নিউ দীঘার ক্ষণিকা ঘাটে স্নানে নেমে তলিয়ে যায় সৌরভ মন্ডল (১৭) নামের এক কিশোর। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার বাসিন্দা সৌরভ ট্যুরিস্ট বাসে করে ৫০ জনের একটি দলের সঙ্গে দীঘায় এসেছিল। উত্তাল সমুদ্রে স্নানে নেমে তলিয়ে যায় সে। নুলিয়ারা তাকে উদ্ধার করে ভর্তি করেছে দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে।

দিদিকে বলো কর্মসূচীতে গ্রামে গিয়ে পান্তা খেয়ে ধান রুইলেন বিধায়ক, ধরলেন মাছ

ক্যানিং, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : ”দিদিকে বলো” কর্মীসূচী বিগত একমাস ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পালিত হচ্ছে। বিধায়ক থেকে শুরু করে সাংসদ ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরাও বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে জনসংযোগ বাড়ানোর কাজে নেমেছেন। এবার এই কর্মসূচীতে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত একটি প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে কৃষক পরিবারে মাটির বারান্দায় বসে পান্তা খেয়ে, তাদের সঙ্গেই মাঠে নেমে ধান রুইলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। গামছা পরে পুকুরে জাল ফেলে মাছও ধরলেন বিধায়ক। শনিবার ও রবিবার পরপর দু”দিন ক্যানিংয়ের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর রেদোখালী ও আশপাশের গ্রামে এই কর্মসূচী পালন করেন তিনি।

পূর্ব পরিকল্পনা মতোই শনিবার সকালে দলীয় কর্মীদেরকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর রেদোখালী গ্রামে পৌঁছে যান বিধায়ক। সেখানে গিয়ে প্রথমে এলাকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে বেশ খানিকক্ষণ জনসংযোগ কর্মসূচী পালন করেন শ্যামল মণ্ডল। তারপর স্থানীয় এক কৃষক রমাপদ বিশ্বাস ও রমণী বিশ্বাসের বাড়ি গিয়ে সেখানে মাটিতে বসেই সকলের সঙ্গেই পেঁয়াজ ও লঙ্কা দিয়ে পান্তাভাত খান তিনি। এরপর এলাকার কয়েকজন কৃষকের সঙ্গে গামছা পরে চাষের জমিতে নেমে পড়েন ধানের চারা রোয়ার জন্য। বিধায়ককে এভাবে দেখে এলাকার সাধারণ মানুষ একপ্রকার চমকেই যান। ধান রোয়ার পর দুপুরে গ্রামের আরেক কৃষকের বাড়িতে স্নান করে সেখানে দুপুরের আহার সারেন শ্যামল মণ্ডল ও অন্যান্য তৃণমূল কর্মীরা। বিকেলে আবার এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভাব-অভিযোগ শোনেন তিনি। সন্ধ্যার পর স্থানীয় সুকুমার সরকারের বাড়িতে রাত্রি যাপন করেন।

রবিবার সকাল থেকেও শ্যামল মণ্ডলের এই জনসংযোগ কর্মসূচী চলতে থাকে। এদিনও এলাকার একটি বাড়িতে গিয়ে পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরেন বিধায়ক। এইভাবেই দু-দিন ধরে নিজের বিধানসভার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে জনসংযোগ করলেন এই তৃণমূল বিধায়ক। শ্যামলবাবুর কথায়, “মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। আরও ভালো করে মানুষকে আপন করে নিতে হবে। সেই কারণেই এই উদ্যোগ ও কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।”

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, কলকাতার সাংবাদিকরা ও প্রেস ক্লাব কলকাতা

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : বাংলাদেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের আসন্ন জন্ম শতবর্ষ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে প্রকাশিত হল এক ঐতিহাসিক দলিল। কলকাতা প্রেস ক্লাব প্রকাশিত বইটির নাম, ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, কলকাতার সাংবাদিকরা ও প্রেস ক্লাব কলকাতা উ‘

কলকাতার সাংবাদিকরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের সময় খবর সংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। রণাঙ্গনের প্রত্যক্ষ ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলাদেশের জন্ম সবই ঘটে তাঁদের চোখের সামনে। সেদিন তাঁরা যা লিখেছিলেন আর যে অভিজ্ঞতা তাঁদের মনের মধ্যে থেকে গিয়েছিল, তা নিয়েই এই সংকলন। কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম সচিব (সংবাদ) মোফাকখারুল ইকবাল তাঁর স্বোপার্জিত অর্থ থেকে বইটি প্রকাশনার আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন।

বইটির সংকলক-সম্পাদক তথা প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস সুরের কথায়, “এই ঐতিহাসিক দলিল অনেক আগেই করা উচিত ছিল। এখন না করলে হয়তো একটু বেশি দেরি হয়ে যেত। তাই কলকাতার প্রেস ক্লাবের ৭৫ বছর অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আমরা এই অনন্য উপহার দেওয়ার চেষ্টা করলাম।“ ৪০৮ পাতার এই বইটির মূল্য ৫০০ টাকা। যদিও আগ্রহীরা ক্লাব থেকে আপাতত অর্ধেক মূল্যে বইটি কেনার সুযোগ পাবেন। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেছেন।

গ্রেফতার মহিলা

আটের পাতার পর

সূত্রটি বলেছে, প্রাথমিক তদন্তে নেশাদ্রব্যগুলিকে হেরোইন বলে মনে করছেন তাঁরা। তবে নিশ্চিত হতে সন্দেহজনক হেরোইনগুলিকে গুয়াহাটির ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হবে।

রাজু আলি ও তার স্ত্রী হাসনার বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস)-এর ধারা বলে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সব রাজ্য সাম্প্রতিককালে অবৈধ নেশা কারবারের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে। পার্শবর্তী ত্রিপুরায় প্রায় প্রতিদিন ধরা পড়ছে নানা ধরনের নেশাদ্রব্য। গুয়াহাটি, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশে আকছার নেশাদ্রব্যের সঙ্গে ধরা পড়ছে ড্রাগস কারবারির দল।

গত বুধবার মায়নমার সীমান্তবর্তী মোরে-ইমফল ১০২ নম্বর জাতীয় সড়কে আসাম রাইফেলস-এর হাতে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার হেরোইন ও ব্রাউন সুগার। ইদানীংকালের উদ্ধারকৃত সর্ববৃহৎ পরিমাণের হেরোইনের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে।

এক ব্যক্তির

তিনের পাতার পর

রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে যায়। পরে স্থানীয় মানুষজনেরা তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিনপুর গ্রামীন হাসপাতালের ভর্তি করে। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে ঝাড়গ্রাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে হলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। পুলিশ ঘতক বাইক চালককে আটক করেছে। এদিকে সীতানাথবাবুর মৃত্যুর খবর গ্রামে পৌছানোর পরেই গোটা এলাকাজুড়ে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

ভারতীয় রাজনীতির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অস্তামিত, জেটলি স্মরণে শিবরাজ

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : ভারতীয় রাজনীতির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র অস্তামিত। প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রতি শোকপ্রকাশ করে এমনই জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।

রবিবার শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, ভারতীয় রাজনীতির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র গতকালই অস্তামিত হয়েছেন। তিনি বিজেপির রণকৌশল নির্ধারণকারী নতুন ভারতের সৃষ্টিকর্তা ছিলেন। আমার মতো বহু দলীয় কর্মীর কাছে তিনি অনুপ্রেরণা ছিলেন। মহান নেতা হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন দক্ষ নেতা ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে যে শূন্যতা তৈরি হয়েছে তা আগামীদিনেও পূরণ হবে না।

বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য অরুণ জেটলির দরজা খোলা ছিল। ভাল মানুষ হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন মহান আইনজীবীও ছিলেন। তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠান ছিলেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে বুকে ব্যথা ও শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে গত ৯ আগস্ট থেকে দিল্লির এইমস-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন অরুণ জেটলিউ লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমে রাখা হয়েছিল জেটলিকেউ চিকিৎসাকদের বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না অরুণ জেটলিকেউ শনিবার দুপুর ১২.০৭ মিনিট নাগাদ জীবনাবসান হয়েছে প্রবীণ এই বিজেপি নেতারউ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬।

ঝাড়খণ্ডে লাইনচ্যুত মালগাড়ি ঘুরপথে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন

জামতাড়া (ঝাড়খণ্ড), ২৫ আগস্ট (হি. স.) : রবিবাসরীয় সকালেই রেললাইনে দুর্ঘটনা। ঝাড়খণ্ডের জামতাড়ায় লাইনচ্যুত হয়ে যায় একটি মালগাড়ি। যার জেরে এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ট্রেনের গতিপথ ঘুরিয়ে চালানো হচ্ছে। কিন্তু কী কারণে এইভাবে মালগাড়ির বগিটি লাইনচ্যুত হল তা খতিয়ে দেখছে ভারতীয় রেল।

বালিয়া এক্সপ্রেস , গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস, অমৃতসর মেল, এলাহাবাদ-বিভূতি এক্সপ্রেস সহ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য দূরপাল্লার ট্রেন এই মুহূর্তে ঘুরপথে চলছে। একই সঙ্গে এলাহাবাদ সিটি এক্সপ্রেস, জম্মু-তাওয়াই, হরিদ্বার-হাওড়া, পাটনা শালিমার দুরন্ত এক্সপ্রেস, বাঘ এক্সপ্রেস ইত্যাদি আরও বেশ কিছু ট্রেনের অভিমুখও ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় রেল সূত্রের খবর, দিনভর এই লাইনে ট্রেন চলাচলে বিপত্তির আশঙ্কা থাকায় যত দ্রুত সম্ভব লাইন স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

নন্দ উৎসব উদযাপন সেচমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

হলদিয়া, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : হলদিয়া সতীশ সামন্ত ট্রেড সেন্টারে নন্দ উৎসব উদযাপন করলেন হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন, জলসম্পদ উন্নয়ন ও সেচ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ইসকনের তরফে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শনিবার রাতে রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিতে গঙ্গাজল দিয়ে পবিত্র স্নান সম্পন্ন করেন সেচ মন্ত্রী।

পুজো শেষে গেরুয়া বসন পরে নিজে হাতে আরতি করেন। করতাল নিয়ে হরিনাম নামসংকীর্তনেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় তাঁকে। মন্ত্রীকে এইরূপে দেখে ইসকনের ভক্ত থেকে শুরু করে সমর্থকরা পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। মোবাইলের ক্যামেরায় মুহূর্তবন্দীও করেন অনেকে। রাত না পোহাতেই সেই ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনুষ্ঠান শেষে মঞ্চে ইসকনের তরফে শুভেন্দুবাবুর হাতে তুলে দেওয়া হয় রাধা-কৃষ্ণের ছবি সম্বলিত একটি ফোটো-ফ্রেম। উল্লেখ্য, এর আগেও শুভেন্দুবাবুকে জেলায় একাধিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এইরূপে দেখা বেশ কয়েকবার।

অরুণ জেটলির প্রয়াণে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি হল : চন্দ্রবাবু

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি প্রয়াণকে ব্যক্তিগত এবং দেশের ক্ষতি হিসেবে অভিহিত করলেন অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি সুপ্রিম এন চন্দ্রবাবু নাইডু। প্রয়াত বিজেপি নেতার স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে এন চন্দ্রবাবু নাইডু জানিয়েছেন, অরুণ জেটলির প্রয়াণ ব্যক্তিগত এবং দেশের ক্ষতি। মহান নেতা হওয়ার পাশাপাশি তিনি বুদ্ধিমানও ছিলেন। অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি বহু সংস্কার এনেছিলেন। প্রায় আড়াই দশক ধরে তাঁকে চিনতাম। অন্ধ্রপ্রদেশকে তিনি অনেক সাহায্য করেছিলেন। বাজপেয়ীজির আমলে আমরা এক সঙ্গে কাজ করেছিলাম। সাংসদ হিসেবে তিনি অসাধারণ ছিলেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবারও অরুণ জেটলির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছিলেন চন্দ্রবাবু। ট্যুইট করে নিজের শোকবার্তায় তিনি জানিয়েছিলেন অরুণ জেটলির প্রয়াণে একেবারে ভেঙে পড়েছি। একজন বিনয়ী ব্যক্তি যিনি মহান নেতা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল।

শনিবার দুপুর ১২.০৭ মিনিট নাগাদ জীবনাবসান হয়েছে প্রবীণ এই বিজেপি নেতারউ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬।

আসানসোলে দুষ্কৃতিদের গুলিতে খুন তৃণমূল কাউন্সিলার

আসানসোল, ২৫ অগাস্ট (হি.স.) : দুষ্কৃতিদের গুলিতে খুন আসানসোলের এক তৃণমূল কাউন্সিলার । মৃতের নাম মহাম্মদ খালিদ খান (৪০), আসানসোল পৌরনিগমের ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার । তাঁর বাড়ি কুলটির মানেবেড়িয়া এলাকায়।

ঘটনায় জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে খাওয়াদাওয়ার পর বাড়ির সামনে হাঁটছিলেন মহম্মদ খালিদ খান। ওই সময় মোটরবাইকে করে আসা কয়েকজন দুষ্কৃতি তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। তাঁর পায়ে ও বুকে দুটি গুলি লাগে।

এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। খবর পেয়ে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পৌঁছায় আসানসোলের মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারি। কি কারণে খুন তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খালিদের ভাই মহম্মদ আরমান খান জানান,’ বছর চারেক আগে একবার খালিদকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল প্রতিবেশী তিনজন। সেবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। এবারও তারাই খুন করেছে।’ মেয়র জিতেন্দ্র তেওয়ারী বলেন,’ পুলিশ তদন্ত করছে। অপরাধীরা শাস্তি পাবে।

উদ্ধার নবজাতক

আটের পাতার পর

প্রায় ২.৮ গ্রাম ওজনের নবজাতক শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ। শনিবারই সে পৃথিবীর আলো দেখেছে, জানিয়েছেন হাসপাতালের ডাক্তার।

এদিকে পুলিশের ধারণা, গত রাতেই কোনও অজ্ঞাতপরিচয় নবজাতক শিশুটিকে মাঠে ফেলে গেছে। অবৈধ মাতৃত্বের কলঙ্ক ঢাকতে অজ্ঞাত মহিলা এই দুষ্কর্ম করতে পারেন বলে ধারণা করছেন স্থানীয় মানুষ ও পুলিশ। তবে পুলিশ এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখছে বলে জানা গেছে।

জেটলির

● **প্রথম পাতার পর**

প্যাটেল, অজিত সিং-সহ প্রমুখ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রয়াত নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

এদিন সকাল ১০টায় কৈলাশ কলোনির বাসভবন অরুণ জেটলির মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বিজেপির সদর দফতরে। সেখানে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন বিজেপির কর্মী-সমর্থক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।

সকাল ১১টা নাগাদ বিজেপির সদর দফতরে পৌঁছায় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর মরদেহ। দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, কার্যকরী সভাপতি জেপি নাড্ডা-সহ বিজেপি শীর্ষ নেতা-নেত্রীরা শ্রদ্ধা জানান। তারপর সেখান থেকে জেটলির দেহ নিয়ে যাওয়া হবে নিগম বোধ ঘাটে। দুপুর ১টা ২০ মিনিটে দলের সদর দফতর দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গ থেকে নিগম বোধ ঘাটে উদ্দেশে রওনা দেয় প্রয়াত অরুণ জেটলির শববাহী শকট। দুপুর ২টোয় প্রয়াত অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির দেহ পৌঁছায় নিগম বোধ ঘাটে। অরুণ জেটলির সাজানো গাড়িতে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় নিগমবোধ ঘাটে। সঙ্গে ছিল ”জেটলি জি অমর রহে” স্লোগান।

দুপুর ৩টে ৩৫ মিনিটে গান স্যালুটের মাধ্যমে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হল প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির শেষকৃত্য। দিল্লির নিগম বোধ ঘাটে চোখের জলে দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধাকে বিদায় জানালেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু, শীর্ষ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, দলের কার্যনির্বাহী সভাপতি জেপি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, স্মৃতি ইরাণি ও অনুরাগ ঠাকুর, বিজেপি সাংসদ বিজয় গোয়েল ও বিনয় সহস্রবুদ্ধে, কংগ্রেস নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ও কপিল সিবালের মতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এ ছাড়াও ছিলেন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্নাটক, বিহার ও উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ, বিজয় রূপাণি, বিএস ইয়েদুরাপ্পা, নীতীশ কুমার ও ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত।

অর্থমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

কাজ পৌঁছে দিয়ে, উন্নয়ন পৌঁছে দিয়ে আমাদের এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বার বার গ্রাম স্বরাজ অভিযানের কথা বলেন, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাই সাধারণ জনগণকে স্বরাজ ও সু-রাজ দিতে পারে। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটের অধিকাংশই গ্রাম ও গ্রামীণ মানুষের উন্নয়নে ব্যয় হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, যে সমাজ এবং সরকার একইসঙ্গে কাজ করলে তবেই সফলতা আসবে। পঞ্চায়েত হলো উন্নয়নের মাধ্যম। মানুষের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে উন্নয়নে গতি আনতে আহ্বান জানা মুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস, বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস, বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী, খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্ট আচার্য, এডিএম তপন কুমার দাস সহ অন্যান্যরা।

প্রধানমন্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর**

ভাবে এই উৎসব আমাদের উদ্বেলিত করে থাকে। এক নতুন উদ্যম ও অনুপ্রেরণা নিয়ে আসে এই উৎসব।

শ্রীকৃষ্ণ ও সুধামা বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে যে মূল্যবোধ ছিল তা শিক্ষণীয়। এক মহান যোদ্ধা হওয়া সত্বেও সারথী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

বেয়ার গ্রিলস কীভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হিন্দি বুঝলেন! এদিনের ”মন কি বাত”-এ এবার সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। ”ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড”-এর এপিসোডে একটি কর্ডলেস ডিভাইসের সাহায্যে তাঁর সঙ্গে কথোপকথন করেছেন বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্চারার, এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

রবিবার তাঁর ”মন কি বাত”-এ এই গোপন কথা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বললেন, জিম করবেট জাতীয় উদ্যানে দু”জনের কথোপকথন চালাতে বিশেষ প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও জানান, ’যখনই আমি বলছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে তা ইংরেজিতে অনুমাদ হয়ে যাচ্ছিল। বেয়ার গ্রিলসের কানে ছোট একটি কর্ডলেস যন্ত্র লাগানো ছিল। তার দ্বারা আমি যা হিন্দিতে বলছিলাম, তিনি তা শুনছিলেন ইংরেজিতে। এইভাবে কথোপকথন খুব সহজ হয়ে যায়। এটা একটা দারুণ প্রযুক্তি।’ তাঁর কথায়, ’এপিসোডটা কি পরে এডিট করা হয়েছিল? এই এপিসোডের জন্য কতবার শ্যুটিং করতে হয়? কীভাবে হয় শ্যুটিং? অনেকেই কৌতূহলের সঙ্গে এ সব প্রশ্ন করেছেন। এতে কোনও সিক্রেট নেই। অনেকের মনেই এই প্রশ্ন ছিল। সে জন্যই এই গোপন কথাটা জানালাম। কোনও সিক্রেট নয়, এটা একেবারেই প্রযুক্তি।’

ধর্মনগরে

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরার সাংসদ রেবতীকুমার ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিসার বিভূতিভূষণ কুমার, উত্তর পূর্ব (১) ডাক পরিমণ্ডলের পোস্টমাস্টার টি মাংমিংথাং-সহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে বহু প্রতীক্ষিত পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। তিনি বলেন, রাজ্যের এই দ্বিতীয় পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্রটি চালু হওয়ায় উত্তর ত্রিপুরা জেলা-সহ ঊনকোটি ও ধলাই জেলার মানুষও পাসপোর্ট বানাতে গিয়ে ঝক্কি-ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবেন। তাঁর কথায়, ২০০৩ সালে পাসপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে প্রচণ্ড হয়রানির শিকার হয়েছিলাম। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদাই প্রত্যেক মানুষের সুযোগ সুবিধার বিষয়ে ভাবেন। তাই ত্রিপুরায় আরও একটি পাসপোর্ট সেবা কেন্দ্র খোলা সম্ভব হয়েছে।

উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের কথায়, এতদিন পাসপোর্টের কাজের জন্য স্থানীয়দের প্রচুর টাকা খরচ করে আগরতলায় যেতে হত। এখন বাড়তি বোঝা ও ঝামেলা থেকে মুক্তি মিলবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপে এলাকার জনগণ খুশি ব্যক্ত করেছেন।

বক্সনগরে

● **প্রথম পাতার পর**

ঘটনাটি ঘটেছে বক্সনগর থানার অধীন পুটিয়া গ্রামে। অভিযুক্ত যুবকের নাম ফেরদৌস মিয়া ওরফে রুবেল। জানা গিয়েছে রুবেল ওই শিশুর বাড়িতে গিয়েছিল এবং ধর্ষণ করে। শিশুর চিৎকার চেচামেচি শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে গিয়ে রুবেলকে আটক করে। জানা গিয়েছে রুবেল ছয়মাস আগে বিয়ে করেছে। পরে ধর্ষিতা শিশুর পরিবারের তরফ থেকে বক্সনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ মামলা নিয়ে ফেরদৌস মিয়া ওরফে রুবেলকে গ্রেপ্তার করেছে।

অপুষ্টি রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : অপুষ্টি রোধ করার বিষয়টি এনডিএ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যে গুরুত্ব দিচ্ছে রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে বুঝিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অসচেতনতার কারণে গরিব এবং বিত্তশালী পরিবারগুলি অপুষ্টিতে ভুগছে। সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে গোটা দেশে পোষণ অভিযান চালানো হবে। এই অভিযানের মাধ্যমে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে কি ভাবে অপুষ্টির বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা যায় তা প্রচার করা হবে। বিষয়টিকে গণআন্দোলনে নিয়ে যাওয়া হবে।

মুঠিভর দানা কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, নাসিকে মুঠিভর দানা বড় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। ফলনের সময় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা কৃষকদের থেকে এক মুঠো দানা সংগ্রহ করে পরে তা রান্না করে শিশু এবং মহিলাদের খাওয়াত।

াঙ্গন

সিন্ধুকে অভিনন্দন জানালেন রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : প্রথম ভারতীয় হিসাবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন খেতাব জয়ের পর পিভি সিন্ধুকে অভিনন্দন জানালেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ঊ এদিন সুদূর বাহারিন থেকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীওঊ
রবিবার ইতিহাস গড়ে বিশ্বসেরা হলেন ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধু। নোজোমি ওকুহারাকে ধরাশায়ী করে প্রথমবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন সিন্ধু। তাঁর এই জয়ের পর সিন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এদিন রাষ্ট্রপতি টুইটারে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন, গোটা দেশের কাছে এটা গর্বের মুহূর্ত। এদিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীওঊ এদিন টুইটারে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "পিভি সিন্ধু ফের ভারতকে গর্বিত করলেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয়ের জন্য অভিনন্দন তাঁকে। তিনি যে আবেগ ও মায়ের জন্য জয় উৎসর্গ করেছেন ব্যাডমিন্টনকে, তা অনুসরণ করা উচিত। অনুপ্রেরণামূলক। পিভি সিন্ধুর সাফল্য নতুন প্রজন্মের খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করবে।"
ব্যাডমিন্টনে প্রথম কোনও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পেল ভারত। রবিবার বাসেলে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জাপানের ওকুহারাকে হারিয়ে সোনা জিতে নিলেন হায়দরাবাদি ব্যাডমিন্টন তারকা। একপেশে ফাইনালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে খেললেন সিন্ধু। নোজোমি ওকুহারাকে তিনি হারালেন ২১-৭, ২১-৭-এ। প্রথম গেম জেতার পর দ্বিতীয় গেমে ১১-৪-এ এগিয়ে যাওয়ার পর থেকেই "সিন্ধু সিন্ধু" স্লোগানে ভরে যায় স্টেডিয়াম। ম্যাচ পকেটে পুরতে আর কোনও বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। এই নিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে মোট পাঁচটি পদক জিতলেন সিন্ধু। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে পর পর দু'বার বিডব্লুএফ বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের মহিলা সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন তিনি। ২০১৭ ও ২০১৮ সালে পর পর দু'বার রুপোর পদক গলায় ঝোলান ভারতীয় তারকা। এবার প্রথম ভারতীয় হিসাবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের সোনার পদক জিতলেন সিন্ধু। এদিন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর কোচ পুলেল্লা গোপীচাঁদকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সোনার পদক নিজের মা-কে উৎসর্গ করলেন পিভি সিন্ধু। তিনি বলেন, "ভারতীয় হিসেবে আমি গর্বিত। আজ মায়ের জন্মদিন। এই পদক তাঁকেই উৎসর্গ করলাম।'

নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে শ্রীলঙ্কার নেতৃত্বে লাসিথ মালিঙ্গা

কলম্বো, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : ফের শ্রীলঙ্কা দলের নেতৃত্ব ফিরলেন লাসিথ মালিঙ্গা। বিশ্বকাপের পর গত মাসেই কলোম্বোতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন ইয়র্কার স্পেশালিস্ট লাসিথ মালিঙ্গা। তবে টি-২০ ক্রিকেটে খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি। দেশের মাটিতে কিউইদের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে শ্রীলঙ্কার নেতৃত্বে সেই ৩৫ বছর বয়সী লাসিথ মালিঙ্গা। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে পাল্লেকেলেতে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজে খেলবে শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করা হয়েছে। নেতৃত্বে লাসিথ মালিঙ্গা। আর মালিঙ্গার ডেপুটি নিরোশন ডিকওয়েলা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ টি-২০ সিরিজে ০-৩ ব্যবধানে হেরেছিল শ্রীলঙ্কা। সেই সিরিজের শ্রীলঙ্কা স্কোয়াড থেকে ৯ জন ক্রিকেটারকে কিউইদের বিরুদ্ধে দলে নেওয়া হয়নি। উল্লেখযোগ্য ভাবে বাদ পড়েছেন থিসারা পেরেরা। দলে নেই অ্যাঞ্জেলো পেরেরা, ধনঞ্জয় ডি''সিলভা, প্রিয়মল পেরেরা, সাডিরা সমরাবিক্রমা, সুরঙ্গা লাকমল, জেফেরি ভ্যান্ডেরাসে, আসিস্থ ফার্নান্দো, কামিন্ডু মেন্ডিস। যাঁরা প্রত্যেকেই দক্ষিণ আফ্রিকায় টি-২০ সিরিজের স্কোয়াডে ছিলেন।

ঘরের মাঠে কিউইদের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার ১৫ সদস্যের স্কোয়াড

লাসিথ মালিঙ্গা(অধিনায়ক), নিরোশন ডিকওয়েলা(সহ-অধিনায়ক), আভিষ্কা ফার্নান্দো, কুশল জেনিথ পেরেরা, ধানুষ্কা গুনতিলক, কুশল মেন্ডিস, শেহান জয়সুরিয়া, ধনুষ শানাকা, ওয়াইনড়ু হাসারাঙ্গা, আকিলা ধনঞ্জয়া, লাক্সান সান্দাকান, ইসুরু উদানা, কসুন রাজিথা, লাহিরু কুমারা, লাহিরু মাধুশাঙ্কা।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে টম লাথামের ব্যাটিংয়ে বড়সড় লিড নিল নিউজিল্যান্ড

কলম্বো, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : কলম্বোয় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে হারের সম্ভাবনা থেকে নিউজিল্যান্ডকে কার্যত দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন টম লাথাম। ব্যাট হাতে তাঁকে যথাযোগ্য সঙ্গত করেন বিজে ওয়াটলিং ও কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম। মূলত তিন জনের ব্যাটে ভর করেই পি সারা ওভালে প্রথম ইনিংসের নিরিখে শ্রীলঙ্কাকে ছাপিয়ে গেল কিউয়িরা।
নিউজিল্যান্ড বড়সড় লিডের দিকে এগিয়ে গেলেও ম্যাচের ফলাফল নির্ধারিত হওয়া মুশকিল। বৃষ্টিতে প্রথম দু'দিনের বেশিরভাগ সময় নষ্ট হওয়ায় শ্রীলঙ্কার ঘাড়ে বড় রানের বোঝা চাপিয়ে দিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তাদের অল-আউট করার মতো যথেষ্ট সময় কিউয়িরা হাতে পাবে বলে মনে হয় না।
শ্রীলঙ্কার ২৪৪ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে চতুর্থ দিনের শেষে নিউজিল্যান্ড তাদের প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৮২ রান তুলেছে। অর্থাৎ প্রথম ইনিংসের নিরিখে শ্রীলঙ্কার থেকে এখনই ১৩৮ রানে এগিয়ে রয়েছে নিউজিল্যান্ড। ম্যাচের প্রথম দিন ৩৬.৩ ওভার খেলা হওয়ার পরেই বৃষ্টির জন্য খেলা পরিত্যক্ত হয়। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শ্রীলঙ্কা প্রথম দিনে ২ উইকেট হারিয়ে ৮৫ রান তোলে। দ্বিতীয় দিনে খেলা হয় মোটে ২৯.৩ ওভার। দু'দিন মিলিয়ে ৬৬ ওভারে শ্রীলঙ্কা তাদের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রান তোলে। তৃতীয় দিনে সিংহলিরা তাদের প্রথম ইনিংসে অল-আউট হয়ে যায় ২৪৪ রানে।
ধনঞ্জয়া ডি'সিলভা ১০৯ ও দিমুথ করুণারত্নে ৬৫ রান করেন। টিম সাউদি ৪টি ও ট্রেন্ট বোল্ট ৩টি উইকেট নেন। পালটা ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ড তৃতীয় দিনের শেষে তাদের প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট হারিয়ে ১৯৬ রান তোলে। তার পর থেকে খেলতে নেমে কিউয়িরা চতুর্থ দিনের খেলা শেষ করে ৫ উইকেটে ৩৮২ রানে।
ওপেনার টম লাথাম ১৫৪ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন। ২৫১ বলের ইনিংসে তিনি ১৫টি বাউন্ডারি মারেন। কেন উইলিয়ামসন ২০, রস টেলর ২৩, হেনরি নিকোলস ১৫ রান করে আউট হন। বিজে ওয়াটলিং ২০৮ বলে ৮১ রান করে অপরাজিত রয়েছেন। তিনি মাত্র ৪টি বাউন্ডারি মেরেছেন। গ্র্যান্ডহোম ৭৫ বলে ৮৩ রানের আগ্রাসী ইনিংস খেলে নটআউট রয়েছেন। তিনি ৫টি চার ও ৫টি ছক্কা মেরেছেন। দিলরুয়ান পেরেরা ৩টি উইকেট নিয়েছেন।

ঘরোয়া লিগে বিএসএস স্পোর্টিংকে হারিয়ে প্রথম জয় তুলল ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : রবিবার বৃষ্টি ভেজা মাঠে দুরন্ত জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। চলতি মরশুমে ঘরোয়া লিগে প্রথম জয় পেল লাল-হলুদ ব্রিগেড। কোলাডো আর বিদ্যাসাগরের গোলে বিএসএস স্পোর্টিংয়ে ২-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল।ঘরোয়া লিগে প্রথম ম্যাচে হারের মুখ দেখেছিল ইস্টবেঙ্গল। ডুরান্ড কাপের সেমি ফাইনালে গোকুলাম কেরালা এফসি-র কাছে হারের পর ঘরোয়া লিগে জয়ে ফিরল আলেসান্দ্রোর দল। বৃষ্টির কারণে এদিন ইস্টবেঙ্গল মাঠে নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুটা পরেই শুরু হয় ম্যাচ। ম্যাচের ১৮ মিনিটেই হেইমি স্যান্টোস কোলাডোর গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বিদ্যাসাগরের গোলে ব্যবধান বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। ৫৩ মিনিটে ২-০ করেন বিদ্যাসাগর। আর ম্যাচের ইনজুরি টাইমে বক্সের মধ্যে হ্যান্ডবল করলে পেনাল্টি পায় বিএসএস। স্পট কিক থেকে ব্যবধান কমান ওপোকু। এই জয়ের ফলে ঘরোয়া লিগে ২ ম্যাচ শেষে ৩ পয়েন্ট হল ইস্টবেঙ্গলের।

সিন্ধুকে অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : প্রথম ভারতীয় হিসাবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন খেতাব জেতার জন্য পিভি সিন্ধুকে অভিনন্দন জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।রবিবার বাসেলে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জাপানের ওকুহারাকে হারিয়ে সোনার পরই হায়দরাবাদি ব্যাডমিন্টন তারকাকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, প্রথম ভারতীয় হিসাবে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন খেতাব জেতার জন্য গঞ্চন্তুহুদ্রত্মন্ত১ কে অভিনন্দন। সারা দেশ আজ তোমার কৃতিত্বে গর্বিত। জিততে থাকো* রবিবার ইতিহাস গড়ে বিশ্বসেরা হলেন ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধু। ব্যাডমিন্টনে প্রথম কোনও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন পেল ভারত। বাসেলে ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জাপানের ওকুহারাকে হারিয়ে সোনা জিতে নিলেন হায়দরাবাদি ব্যাডমিন্টন তারকা। একপেশে ফাইনালে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে খেললেন সিন্ধু। ওকুহারাকে তিনি হারালেন ২১-৭, ২১-৭-এ। প্রথম গেম জেতার পর দ্বিতীয় গেমে ১১-৪-এ এগিয়ে যাওয়ার পর থেকেই "সিন্ধু সিন্ধু" স্লোগানে ভরে যায় স্টেডিয়াম। ম্যাচ পকেটে পুরতে আর কোনও বেগ পেতে হয়নি তাঁকে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জাগরণ 26 August, 2019, Monday আগরতলা ২৬ আগস্ট, ২০১৯ ইং, ৮ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, সোমবার
■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বিজেপির সদর দফতরে প্রয়াত অরুণ জেটলিকে শেষ শ্রদ্ধা অমিত ও জগত প্রকাশের

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকে শেষ শ্রদ্ধা জানালের বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, দলের কার্যকারি সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা।

এদিন দিল্লির যমুনা নদীর পারে নিগমবোধ ঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর। এর আগে রবিবার সকালে প্রয়াত বর্ষীয়ান বিজেপি নেতার কৈলাস কলোনির বাসভবনে গিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা মোতিলাল ভেঁরা, এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার এবং প্রফুল্ল প্যাটেল, আরএলডি নেতা অজিত সিং এবং অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি নেতা এন চন্দ্রবাবু নাইডু। এরপরই তাঁর নশ্বর দেহকে নিয়ে আনা হয় বিজেপির সদর দফতরে। এদিনই শেষকৃত্য হবে প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর।

উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার এইমস থেকে অরুণ জেটলির নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর কৈলাস কলোনির বাসভবনে। সেখানে প্রয়াত নেতাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা মতিলাল ভেঁরা শরদ পাওয়ার, চন্দ্রবাবুর

নয়াদিল্লি, ২৫ আগস্ট (হি.স.) প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন বিভিন্ন দলের নেতানেত্রীরা। রবিবার সকালে প্রয়াত বর্ষীয়ান বিজেপি নেতার কৈলাস কলোনির বাসভবনে গিয়ে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা মোতিলাল ভেঁরা, এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার এবং প্রফুল্ল প্যাটেল, আরএলডি নেতা অজিত সিং এবং অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি নেতা এন চন্দ্রবাবু নাইডু। এরপরই তাঁর নশ্বর দেহকে নিয়ে আনা হয় বিজেপির সদর দফতরে। এদিনই শেষকৃত্য হবে প্রয়াত প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর। উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার এইমস থেকে অরুণ জেটলির নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর কৈলাস কলোনির বাসভবনে। সেখানে প্রয়াত নেতাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। কেন্দ্রীয়মন্ত্রীদের মধ্যে অরুণ জেটলি নশ্বর দেহকে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ হর্ষ বর্ধন, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবানি, কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণীষ সিসোধিয়া, ওডিশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক।

রবিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ কারী সহ দলের নেতা কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

চাদরে মোড়া অবস্থায় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : চাদরে মোড়া অবস্থায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে রবিবার চাঞ্চল্য ছড়াল বেহালার পর্ণশ্রী থানার অন্তগর্ত বকুলতলা এলাকায়। পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে মৃতার নাম শম্পা চক্রবর্তী। বয়স ৪৫। রবিবার সকালে বকুলতলা এলাকার একটি বহুতলের পাশে চাদরে মোড়া অবস্থায় মৃতদেহ দেখতে পেয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। মৃতদের পাশ থেকে একটি ট্রলি ব্যাগও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মৃতার ঘাড়ে ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পরে পুলিশের অনুমান শনিবার গভীর রাত পর্যন্ত পারিবারিক অশান্তি হয়। তারপরই মহিলাকে খুন করা হয়। পুলিশের অনুমান খুন করে মৃতদেহটিকে ট্রলি ব্যাগে ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছিল। মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ।

ঘুঁটিয়ারিশরিফে হেরোইন সহ ধৃত তৃণমূল নেতার অনুগামী

ঘুঁটিয়ারিশরিফ, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : এবার হেরোইন সহ ধরা পড়ল স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা স্থানীয় প্রধানের অনুগামী। ধৃতের নাম জুব্বার আলি লস্কর। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুঁটিয়ারিশরিফ মাখালতলা এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে ছয় গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত জুব্বার আলি স্থানীয় প্রধান তথা তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি সালাউদ্দিন লস্করের অনুগামী। ধৃতকে রবিবার আদালতে তোলা হবে। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নতুন করে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এসেছে।

দীর্ঘদিন ধরে এলাকার আরেক তৃণমূল নেত্রী রহিমা লস্কর ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে হেরোইন ব্যবসার অভিযোগ ছিল। মূলত সালাউদ্দিন লস্কর ও তার অনুগামীরাই রহিমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলতেন এতদিন। কিন্তু এবার সালাউদ্দিনের অনুগামীর নাম এই বেআইনি মাদক ব্যবসায় জড়ানোয় তার দিকেই আঙুল তুলেছেন রহিমা। শনিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘুঁটিয়ারিশরিফ ফাঁড়ির পুলিশ জুব্বারকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে। সেই সময় জুব্বার হেরোইনের পুড়িয়া বানাচ্ছিল বলেই দাবি পুলিশের। এই ঘটনার সাথে এলাকার আরও কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডিব্রুগড়ে উদ্ধার ৯০ লক্ষ টাকার হেরোইন, গ্রেফতার মহিলা

ডিব্রুগড় (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : বিপুল পরিমাণের মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে ডিব্রুগড় জেলা পুলিশ। রবিবার ভোরে জেলার কালিবাড়ি থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১.১ কিলোগ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোটা অঙ্কের নগদ টাকাও। মাদক কারবারে জড়িত অভিযোগে এক মহিলাকে আটক করেছে জেলা পুলিশ।

জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোররাতে কালিবাড়ি এলাকায় জনৈক রাজু আলির ঘরে হানা দেয় পুলিশ। তার ঘরে তালাশি চালিয়ে বহু প্লাস্টিকের পাউচ-ভরতি নেশাদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেন অভিযানকারীরা। তবে যে কোনও ভাবে পুলিশি হানার আগাম খবর পেয়ে ঘর থেকে গা ঢাকা দিয়ে দেয় রাজু আলি। রাজুকে না পেয়ে সর্বনাশা এই কারবারে সহযোগী অভিযোগে তার স্ত্রী হাসনা বেগমকে তুলে এনেছে পুলিশ।

ছয়ের পাতায় দেখুন

হাওড়ার বেলুড়ে ডাকাতির ছক বানচাল, গ্রেফতার ছয় দুষ্কৃতি

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : হাওড়ায় দুষ্কৃতি দমনে বড়সড় সাফল্য। পুলিশের জালে ছয় দুষ্কৃতি। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার বেলুড়ে। হাওড়া গ্রামীণের পুলিশ সুপার গৌরব শর্মা রবিবার সকালে জানিয়েছেন, ধৃতদের কাছ থেকে একটি দেশি কাট্টা, ইনপ্রোভাইসড পাইপ গান, এক রাউন্ড চার এমএম কার্তুজ, একটি লোহার রড, ডাকাতি করার জন্য ব্যবহার হওয়া অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে ৩৯৯, ৪০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ তথা ২৭ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃত দুষ্কৃতিরা ডাকাতি পরিকল্পনা করছিল সেই সময় অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। গোপন সূত্র থেকে পুলিশ জানতে পারে বেলুড় বজরঙ্গবলি সেতুর কাছে অবস্থিত একটি কারখানার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকাতির করার ষড়যন্ত্র করছিল একদল দুষ্কৃতি। দুষ্কৃতিদের ধরতে রাত ১২টা নাগাদ অভিযান চালায় পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট এক মহিলা ও প্রতিবন্ধী যুবতী, ডাম্পারে আগুন লাগিয়ে জনতা বিক্ষোভ

পুরুলিয়া, ২৫ আগস্ট (হি.স.) : ডাম্পারের চাকায় পিষ্ট হয়ে এক মহিলা ও এক প্রতিবন্ধী যুবতীর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। রবিবার সকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের রঘুনাথপুরে। দুর্ঘটনার পরই উত্তেজিত জনতা আগুন লাগিয়ে দেয় ঘাতক ডাম্পারটিতে।

গাফিলতির অভিযোগ তুলে মারধর করা হয় কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়রদের। ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ রাজ্য সড়কে ব্যাহত হয় যান চলাচল। তবে বর্তমানে স্বাভাবিক পরিস্থিতি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টা নাগাদ পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের রঘুনাথপুরে ঘটে দুর্ঘটনাটি। জানা গিয়েছে, এদিন সকালে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পুরুলিয়ার নন্দুওয়ারায় অন্য মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছিলেন বনমালা মুখোপাধ্যায় নামে ওই মহিলা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এক ব্যক্তি। স্কুটারে ওই ব্যক্তিই ওই মহিলা ও তাঁর মেয়েকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বাঁকুড়া রোড থেকে পুরুলিয়া-বরাকর রোডে ওঠার সময় আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায় স্কুটারটি। রাস্তায় ছিটকে পড়েন স্কুটার চালক ও ২ আরোহী। সেই সময় বরাকরের দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি ডাম্পার পিষে দেয় ওই মহিলা ও তাঁর প্রতিবন্ধী সন্তানকে।

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। ঘাতক ডাম্পারটিতে ভাঙচুরের পর আগুন লাগিয়ে দেয় উত্তেজিত জনতা। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলে এলাকার কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়রদেরও মারধর করে স্থানীয়রা। ঘটনার জেরে প্রায় ২ ঘণ্টা যান চলাচল ব্যাহত হয় রাজ্য সড়কে। তবে বর্তমানে স্বাভাবিক হয়েছে পরিস্থিতি। জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের কুলটির বাসিন্দা মৃতেরা। তবে আহত স্কুটার চালকের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশের তরফে ইতিমধ্যেই দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

উপত্যকায় ওষুধের ঘাটতির দাবি নস্যাৎ জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনের

শ্রীনগর, ২৫ আগস্ট (হি. স.) : উপত্যকার বেশ কিছু অঞ্চলে ল্যান্ডলাইন টেলিফোন সার্ভিস ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে বলে খবর। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে দাবি করছে প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উপত্যকার বেশ কিছু জায়গায় নতুন করে ল্যান্ডলাইন ব্যবস্থা বসানো হচ্ছে। এরই মধ্যে স্থানীয়দের তরফে অভিযোগ ওঠে জম্মু ও কাশ্মীরে জীবনদায়ী ওষুধ এবং বেবিফুডের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। অসুস্থ অনেকেরই জীবন বিপন্ন বলেও দাবি করা হয়। যদিও এই দাবি নস্যাৎ করে প্রশাসন থেকে রবিবার জানানো হয়েছে, শ্রীনগরে ১৬৬৬টি ওষুধের দোকানের মধ্যে ১১৬৫টিই খোলা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসনের তরফে একটি বিবৃতিতে এদিন জানানো হয়, 'কাশ্মীর উপত্যকায় ৭৬৩০টি খুচরো এবং ৪৩৩১টি পাইকারি কেমিস্ট বিপণি রয়েছে, যার মধ্যে গড়ে ৬৫ শতাংশ দোকান চালু রয়েছে।'

৩৭০ ধারা বিলোপের পর ২০ দিন পরেও এখনও অবধি বাজার থেকে দোকানপাট বন্ধ রয়েছে ভূস্বর্গে। বাস বা গাড়িও সেরকম ভাবে চলছে না বললেই চলে! উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে ইন্টারনেট ব্যবস্থা এখনও চলছে না বিএসএনএল-এর ব্রডব্যান্ড এবং প্রাইভেট কানেকশন। এদিন ওষুধের ঘাটতি প্রসঙ্গে রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক জানান, 'কাশ্মীরে প্রয়োজনীয় পণ্য ও ওষুধের অভাব নেই। বরং ঈদের সময় আমরা মাংস, শাকসবজি এবং ডিম সরবরাহ করেছি। ১০-১৫ দিনের মধ্যেই এইসব অভিযোগ পাল্টে যাবে। অতীতে কাশ্মীরে যে সংকট হয়েছিল, তাতে প্রথম সপ্তাহেই কমপক্ষে ৫০ জন মারা গিয়েছিলেন। তাই আমরা চাই, যাতে একজন লোকেরও প্রাণহানি না ঘটে। ১০ দিন টেলিফোন পরিষেবা থাকবে না, কিন্তু যত দ্রুত সম্ভব আমরা সমস্ত পরিষেবা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

পশ্চিম মেদিনীপুরের ভেঙে পড়া কন্যাশ্রী সেতুর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখল প্রশাসন, দ্রুত মেরামতির আশ্বাস

মেদিনীপুর ২৫ আগস্ট (হি.স.) : পশ্চিম মেদিনীপুরের ভেঙে পড়া কন্যাশ্রী সেতুর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন ব্লক আধিকারিকরা। শনিবার উদ্বোধনের এক বছর কাটার আগেই ভেঙে পড়ে দাসপুরে পলাশপাই খালের উপর তৈরি কাঠের সেতু 'কন্যাশ্রী'। রবিবার সকালে সেতুর পরিস্থিতি দেখতে সেখানে যান ব্লক আধিকারিকরা। প্রশাসনের কর্তারা এসে এ দিন আশ্বাস দিয়েছেন, দ্রুত সেতু মেরামতির কাজ শুরু হবে। এ দিন প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে সেতুর পরিস্থিতি দেখতে এসেছিলেন ঠিকার সংস্থার প্রতিনিধিরাও।

গত বছর ১৭ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হয়েছিল। তৎকালীন সেচ মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র গিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরে পলাশপাই খালের উপর ২১ লাখ ২৬ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত কন্যাশ্রী সেতুর ফলক উন্মোচন করেছিলেন। নাম রাখা হয়েছিল কন্যাশ্রী সেতু। কিন্তু এক বছর কাটার আগেই ভেঙে পড়ল সেই কাঠের সেতু। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় কাঠের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। খবর পেয়েই ব্লক প্রশাসনের একটি প্রতিনিধি দল সেতুটি পরিদর্শন করতে যায়। রবিবার সকালে সেতুর পরিস্থিতি দেখতে সেখানে যান ব্লক আধিকারিকরা। প্রশাসনের কর্তারা এসে এ দিন আশ্বাস দিয়েছেন, দ্রুত সেতু মেরামতির কাজ শুরু হবে। এ দিন প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে সেতুর পরিস্থিতি দেখতে এসেছিলেন ঠিকার সংস্থার প্রতিনিধিরাও। যদিও ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, সেচ দফতরের সঙ্গে কথা হয়েছে। যত শিগগিরই সম্ভব সেতুটি মেরামত করা হবে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কয়েকদিন আগেই পলাশপাই খালের সংস্কার হয়েছিল। খাল থেকে অতিরিক্ত মাটি তুলে নেওয়ার ফলেই সেতুটির গোড়া আলগা হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তাঁদের দাবি, প্রশাসনকে জানানোও হয়েছিল। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেয়নি সংশ্লিষ্ট দফতর। যার জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

উল্লেখ্য, পলাশপাই খালের দু'পারের প্রায় ৩০টি গ্রামের মানুষ এই সেতু ব্যবহার করে প্রতিদিন। মোটর সাইকেল, ভ্যানসবই চলাচল করত। কিন্তু শনিবার সন্ধে থেকে সব বন্ধ।

খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গা উৎসবের সূচনা

কলকাতা, ২৫ আগস্ট (হি.স.) :আর মাত্র ৪০ দিন উ তারপরেই সারাবছরের প্রতিক্ষা শেষ উ ঢাকে কাঠি পরার সাথে সাথেই তিলত্তমা মেতে উঠবে আলোয় উ ঢাকে কাঠি পড়তে আর বেশি দেরী নেই উ কারন সময় বলছে দোরগোরায় এসে কড়া নাড়ছে দুর্গাপুজো উ তাই একে একে পুজো প্যান্ডেল গুলো সেরে ফেলছে খুঁটি পুজোর কাজ উ সেই তালিকা থেকে বাদ গেলোনা আমরা সবাই সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি উ রবিবার ছুটির বেলায় খুঁটি পুজোর মাধ্যমে দুর্গোৎসবের সূচনা করল আমরা সবাই সার্বজনীন।

ইতিমধ্যেই পুজো প্যান্ডেল গুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁটি পুজোর কাজ সেরে ফেলার চেষ্টা করছে উ কারন খুঁটি পুজো শেষ মানেই পুজোর আয়োজনে একধাপ এগিয়ে যাওয়া উ ঢাকের তালে নাচে গানে খুঁটি পুজো সারল আমরা সবাই সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি উএদিন আমরা সবাই সার্বজনীন দুর্গোৎসবের খুঁটি পুজোয় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ ও ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডে।

হাসপাতাল সংলগ্ন মাঠে উদ্ধার নবজাতক

বোকাখাত (অসম), ২৫ আগস্ট (হি.স.) : ফের নবজাতক শিশু উদ্ধার হয়েছে অসমে। এবার গোলাঘাট জেলার বোকাখাত শহিদ কমলা মিরি সিভিল হাসপাতাল সংলগ্ন এক মাঠ থেকে শনিবার রাতে নবজাতককে উদ্ধার করেছেন স্থানীয়রা।

জানা গেছে, গতকাল মধ্যরাতে হাসপাতালে ভর্তি জনৈক রোগী মাঠ পেরিয়ে আসছিলেন। তখন মাঠের এক পাশে নবজাতকের কান্নার শোনেন। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ছুটে এসে তিনি কর্তব্যরত নার্সকে বিষয়টি জানান। হাসপাতাল থেকে খবর দেওয়া হয় থানায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসতে দেরি করেনি পুলিশ। তাঁরা প্রাথমিক তদন্ত করে নবজাতককে উদ্ধার করে হাসপাতালের শিশু বিভাগে ভরতি করেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে,

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।